গ্রন্থতালিকা
নবপ্রকাশন

নবপ্রকাশ

নবপ্রকাশ ইসলামি প্রকাশনাশিল্প থেকে কিছুটা আলাদা চিন্তা ও চেতনা নিয়ে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান। একরৈখিক বা সীমাবদ্ধ চিন্তা শুধু নয়, আমরা আমাদের পাঠকদের পরিচিত করতে চেষ্টা করছি সারা বিশ্বের ইসলাম ও মুসলিম সাহিত্যের সঙ্গে। বিশ্ব কীভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের দেখছে, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, এমনকি পাশ্চাত্যে কীভাবে ইসলাম বরিত হচ্ছে—আমরা সেই সব লিখিত দলিল আমাদের পাঠকের সামনে পেশ করতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ চিন্তা অনেকটা দুঃসাহসী, সমালোচনা আর বিরোধিতার ভয় অনেক, তবু আমরা থেমে থাকিনি। থাকবও না আশা করি।

নবপ্রকাশ সম্পূর্ণ পেশাদারী মনোভাব নিয়ে প্রকাশনাশিল্পে যাত্রা করেছিল। এ কারণে আমাদের প্রকাশিত প্রথম বই থেকে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি বই নির্বাচন, বইয়ের ভাষা, সম্পাদনা, কাগজ ও ছাপার মান, আন্তর্জাতিক মানের বাঁধাই দিয়ে প্রতিটি বইকে মাইলফলক করতে।

নবপ্রকাশ সাধারণভাবে তিন শ্রেণির বই প্রকাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস; নিদেনপক্ষে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনী। এর বাইরে *নবপ্রকাশ* কোনো ধরনের বই প্রকাশ করবে না। আশা করি আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতে পারব। এক্ষেত্রে পাঠকের ভালোবাসা এবং আন্তরিক সহযোগিতাই আমাদের লক্ষ্য পূরণের সবচে দৃঢ় জিয়নকাঠি।

আমরা চাই একদল সচেতন বইপাঠক, যাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে উপকৃত হবে সমাজ, দেশ ও পুরো পৃথিবী। *নবপ্রকাশ*-এর বই কেবল পড়ার জন্য নয়, বরং তা জীবন গড়ার পাথেয় হয়ে উঠুক পাঠকদের কাছে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

স্বপ্ন দেখলে অনেকভাবেই দেখা যায়; যদি স্বপ্নটা সঠিকভাবে দেখা হয়, স্বপ্ন পূরণে নিজের ভেতর যদি সত্যিকারের বেকারারি সৃষ্টি হয়।

'সত্য সমাগত হলে মিথ্যা বিদূরিত হবে'—কিন্তু আমরা শুধু মিথ্যাকে দূরীভূত করার ওয়াজ করেছি, নিজেরা কখনো সত্যকে সামনে নিয়ে আসার সাহস করিনি। নিজেরা কলম হাতে ময়দানে নামিনি। বইয়ের বিরুদ্ধে বই দাঁড় করাতে পারিনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা, আমাদের দায়। *নবপ্রকাশ* অনেকাংশে এ দায়শোধেরই বহিঃপ্রকাশ।

সম্বল ক্ষুদ্র, ব্যক্তি দুর্বল, পথ দুর্লঙ্ঘ। স্বপ্ন আকাশসম, দৃঢ়তা পাহাড়ের মতো, ভালোবাসা সীমাহীন—সহায় আল্লাহ!

প্রিয়তমা

লেখক : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

ধরন	গল্পভাষ্য
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	৩৫২
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩৭৫
ছাড়মূল্য	৳ ৩০০

আয়েশার সঙ্গে নবীজির (সা.) দাম্পত্যজীবন কি অসুখী ছিল? একজন কেবলই কিশোরী, আরেকজন পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রবল ব্যক্তিত্ববান মানুষ; কেমন ছিল অসম বয়সী এ দুজনের প্রেমময় সংসারের ছায়াছবি? ঝগড়া হতো? খুনসুটি? মান-অভিমানে কান্না হতো?

খাদিজা কেন প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে এসে হাত বাড়িয়ে আগলে নিলেন যুবক মুহাম্মদের হাত? মুহাম্মদ যেদিন নবী হলেন, ভয়ে কাঁপছিলেন তিনি; খাদিজা কেন তাঁকে বুকে জড়িয়ে বলেছিলেন, 'আপনার কোনো ভয় নেই?'

নবীজি এবং তাঁর ১১ জন স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনের অসংখ্য গল্পভাষ্য নিয়ে রচিত ইতিহাস-অনুসন্ধানী লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর-এর উপাখ্যানগ্রন্থ *প্রিয়তমা*। একদিকে নিরেট নির্মোহ ইতিহাসের বর্ণিল আয়োজন, আরেক দিকে উম্মুল মুমিনিনদের জীবনের অনালোচিত অধ্যায়ের অভিনব আবিস্কার। অনবদ্য ভাষাশৈলী ও প্রাঞ্জল গদ্যে নবীজির দাম্পত্যজীবনের পূর্ণ ছায়াছবি উঠে এসেছে এ গ্রন্থে।

প্রিয়তমা নবীপত্নীদের জীবনীগ্রন্থ নয়; বরং তাঁদের জীবনের সুরম্য গল্পভাষ্য। জীবনের গল্পগুলো জীবনীর মতো নয়, বাঙময় হয়েছে গল্পের আদলে। জীবনের গল্প বলতে গিয়ে ওঠে এসেছে তাঁদের সঙ্গে রাসুলের দাম্পত্য ভালোবাসা, সাংসারিক প্রেম, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, জীবনযুদ্ধে লড়ে যাওয়ার সঞ্জিবনী, নারী অধিকার, নারীশিক্ষাসহ আরও অনেক অজানা কাহিনিকাব্য।

আমাদের লৌকিক সমাজের প্রায় প্রতিটি পরিবারে আজকাল শোনা যায় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ, মানসিক টানাপোড়েন, পরস্পরের বিশ্বাসহীনতা, সংসার ভাঙার করুণ সুর। দাম্পত্য কলহের বিষবাষ্প যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের চারপাশের সমাজ। কিন্তু আমরা নিজেদের কি কখনো নবীজি ও তাঁর স্ত্রীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছি? কখনো কি তাঁদের সংসারের আদলে আমাদের সাংসারিক সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছি? হয়তো কখনো করা হয়নি। অথচ তাঁদের জীবনে রয়েছে প্রেম আর ভালোবাসায় পূর্ণ এক সংসারের ছায়াছবি। তাঁদের দাম্পত্যজীবনের অসংখ্য অনুপম শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীর জন্য শিক্ষণীয়। অনাগত সকল সভ্যতার জন্য তাঁদের সাংসারিক প্রেম নক্ষত্রের মতো জাজ্বল্যমান। যে গ্রহণ করবে, তার জীবন আলোকিত হবে।

ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান

মূল: ইভন রিডলি

অনুবাদ: আবরার হামীম

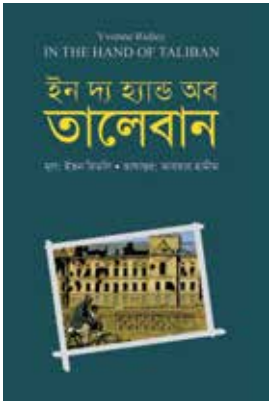

ধরন	আত্মজীবনী
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২৪০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩০০
ছাড়মূল্য	৳ ২৪০

মনে আছে, তালেবানের হাতে বন্দী সেই খ্রিষ্টান নারী সাংবাদিকের কথা? ২০০১ সালে আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আফগানিস্তানে তালেবানের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে অপহৃত হয়েছিলেন এ নারী সাংবাদিক এবং পরবর্তীতে মুক্তি পেয়ে গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম। শুধু তাই নয়, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হয়ে উঠেন ইসলামের একজন অকুতোভয় দাঈ। মনে আছে সেই সাহসী নারীর কথা? পুরো পশ্চিমাবিশ্বকে যিনি কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তার আত্মজীবনী বয়ান করে।

তার নাম ইভন রিডলি। পশ্চিমাবিশ্বে যিনি এক বিস্ময়ের নাম!

ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান তাঁরই লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। যেখানে তিনি টুইন টাওয়ার হামলা থেকে শুরু করে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তার আফগান যাত্রা, ওয়ার অন টেরর, তালেবানের হাতে বন্দী হওয়া, মুক্তি, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার চমকপ্রদ কাহিনি বর্ণনা করেছেন নিঃশঙ্কোচে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম নিয়ে যে ভীতি ও শঙ্কা দিন দিন ঘৃণার জন্ম দিচ্ছে, কীভাবে পশ্চিমারা ইসলাম ও মুসলিমদের দোষী সাব্যস্ত করে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করছে, নির্দোষ মানুষকে কীভাবে সন্ত্রী, জঙ্গি, মানবতার শত্রু বলে চিহ্নিত করছে– তার এক নির্মোহ বয়ান এ গ্রন্থ।

তরুণ অনুবাদক আবরার হামীম অত্যন্ত পেশাদার ও দরদি কলমে তুলে এনেছেন ইভন রিডলির আত্মজীবনীর আনুপুঙ্খিক বয়ান। ভাষান্তর বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর মুন্সিয়ানা চোখে পড়ার মতো। সাবলীল গতিতে এ আত্মজীবনী পাঠ করে বুঝার উপায় নেই এটি তাঁর প্রথম অনূদিত গ্রন্থ।

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলা বহু ভাষায় অনূদিত এ বেস্টসেলার বইটি বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য নিয়ে এসেছে নবপ্রকাশ।

মর্নিংস ইন জেনিন
সুপ্রভাত ফিলিস্তিন

মূল: সুজান আবুলহাওয়া
অনুবাদক: নাজমুস সাকিব

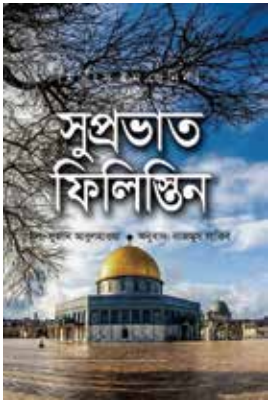

ধরন	উপন্যাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	৩৫২
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৫০০
ছাড়মূল্য	৳ ৩০০

ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আমেরিকান লেখিকা সুজান আবুলহাওয়ার লেখা *মর্নিংস ইন জেনিন* বইটি যুদ্ধ ও ভালোবাসার গল্প। মৃত্যুপুরীর মধ্যে বেঁচে থাকার গল্প। যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের গল্প। গণমাধ্যম ও পৃথিবীর মানুষের চোখের আড়ালে থাকা এক অকথ্য গল্প।

লেখিকা তাঁর উপন্যাসে অনেক লম্বা সময় ধরে চলা ঘটনাপ্রবাহের কথা বলেছেন। ১৯৪৮ সাল থেকে নিয়ে শুরু করে বই রচনার সময় (২০০২) পর্যন্ত–দীর্ঘ সময়ের চারটি প্রজন্মের মানুষের জীবনের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন, এই দীর্ঘ সময়ে জন্ম নেওয়া প্রতিটি ফিলিস্তিনি যেকোনোভাবে ইসরায়েলের নিপীড়নের শিকার। সাথে সাথে তিনি দেখিয়েছেন, ফিলিস্তিনের এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম কীভাবে তাদের দেশকে ভালোবাসতে শেখে। দেখিয়েছেন, ইসরায়েলের দখলদারির প্রায় ৫০ বছর পর জন্ম নেওয়া শিশুরা কীভাবে সংগ্রাম করে যায় তাদের মাতৃভূমির জন্য। উপন্যাসের মনসুর, জামিল, জামাল বা সারা তার উদাহরণ।

এই উপন্যাসে যেসব চরিত্রের বর্ণনা রয়েছে, লেখক বলেছেন–সেগুলো কাল্পনিক, তবে ঘটনাপ্রবাহ সব বাস্তব। আবুল হিজা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে লেখক যেভাবে গল্প সাজিয়েছেন, ১৯৪৮ সালে বাস্তুহারা লাখ লাখ ফিলিস্তিনির গল্প এর চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। তাই উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে মনে হবে বাস্তব কোনো ফিলিস্তিনি পরিবারের গল্প এটি।

আজ ৭০ বছর পরও ফিলিস্তিন সেই আগের মতো। ইসরায়েল দিন দিন তার সীমানা বড় করছে। ফিলিস্তিনিরাও প্রায় শূন্য হাতে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

ফিলিস্তিন আমাদের ভালোবাসা। আমাদের প্রথম কেবলা আকসার দেশ। স্রষ্টার বিশেষ দানে ধন্য ভূমি। ফিলিস্তিন বুকের গভীরে লুকানো ক্ষত। সেই ক্ষকে নতুন করে অনুভব করাবে এই বই। জাগিয়ে দেবে বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা ভালোবাসাকে।

এ পর্যন্ত প্রায় ২৬টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে বইটি।

সুলতানকাহিনি

লেখক: তামীম রায়হান

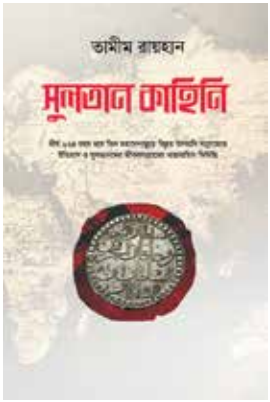

ধরন	ইতিহাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২৯৬
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩২০
ছাড়মূল্য	৳ ২৫৬

সুদীর্ঘ ৬২৪ বছরের টগবগে ইতিহাস। মুসলিম ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য নিশান হয়ে উড়তে থাকা উসমানি খেলাফতের এক সুনিপুণ আর নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ। উসমানি সুলতানদের জীবন, যুদ্ধ, ধর্মীয়ানুভূতি, রাজ্যশাসন, ব্যক্তিগত আচারসহ সর্বদিক তুলে আনা এক অনন্য গ্রন্থ– *সুলতানকাহিনি*।

ইতিহাসের অনিসন্ধিৎসু ঘোড়সওয়ার লেখক-সাংবাদিক তামীম রায়হান বছরব্যাপী ইতিহাসপাঠ, তথ্যবিচার আর নির্মোহ মূল্যায়নের পর অনবদ্য বর্ণনায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন উসমানি খেলাফতের হাজারো অজানা অধ্যায়। যা বাংলাভাষী পাঠকের অগোচরেই রয়ে গিয়েছিল এতদিন। 'সুলতানকাহিনি' সেই অনুদ্ঘাটিত সত্যকে নিয়ে এসেছে কাগজের কারাগারে।

মুসলিম ইতিহাস তো বটেই, গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার সর্বশেষ ধারাবাহিকটি ছিল উসমানি সাম্রাজ্য। সুদীর্ঘ ৬২৪ বছর ধরে তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত এই সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় খেলাফতি শাসন বা মুসলিম সালতানাতের অধ্যায়।

উসমানিধারা সমাপ্তির পর এখনও ১০০ বছর পেরোয়নি, অথচ এ সম্পর্কে বাংলাভাষী পাঠক তো বটেই, সমকালীন বিশ্বের অনেক বোদ্ধাও খুব বেশি অবগত নন। কারণ, উসামনি ইতিহাস সম্পর্কে লেখালেখি তুর্কি ভাষায় প্রচুর হলেও ইংরেজি ও আরবিতে সেই তুলনায় অপ্রতুল। বরং এ দু' ভাষায় যা কিছু লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে, এগুলোর বেশিরভাগই একপেশে এবং পক্ষপাতদুষ্ট। কেউ বা স্তুতি আর স্তববাক্যে খেলাফত আর খলিফাদের নিশান উড়িয়েছেন আবেগী কলমে, আবার বিপক্ষবাদীরা কটাক্ষ ও হীনতার আঁচড়ে উপড়ে দিয়েছেন তাদের সুদীর্ঘ শতাব্দীর আটপৌড়ে ইতিহাসকে।

সুলতানকাহিনি সেইসব পক্ষপাতকে একপাশে সরিয়ে রেখে একটানে তুলে এনেছে ৬২৪ বছরের উজ্জ্বল সাম্রাজ্য ও তার সুলতানদের উপাখ্যান।

সাদ্দাম হোসাইন

জীবনের শেষ দিনগুলো

মূল : উইল বার্ডেনওয়ার্পার

অনুবাদক : মোয়াজ আবরার

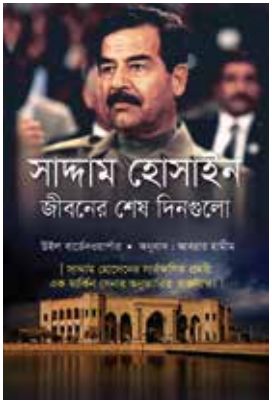

ধরন	আত্মজীবনী
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২৪০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩৪৫
ছাড়মূল্য	৳ ২৭৬

সাদ্দাম হোসাইন। ইরাকের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট তাঁর মৃত্যুর এক দশকের বেশি সময় পরও বিশ্বময় আলোচিত এবং সমালোচিত হয়ে আছেন। দীর্ঘমেয়াদে ইরাক শাসনকালে শাসক হিসেবে তাঁর কার্যক্রমের নিন্দা এবং প্রশংসা–দুটোই হয়েছে বেশ।

কিন্তু একজন মানুষ হিসেব কেমন ছিলেন তিনি? নবপ্রকাশ প্রকাশিত এ বইয়ে মিলবে সেই উত্তর। বইটির আগাগোড়া পাঠে পাঠক সাদ্দাম হোসাইনের এমন এক রূপ ও চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন, যা আজ অবধি সবার আড়ালে রয়ে গেছে।

এই বইয়ের লেখক একজন মার্কিন সেনা, তিনি নিজের চোখে সাদ্দাম হোসাইনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। বন্দী হওয়ার পর থেকে ফাঁসির কাষ্ঠে সমর্পণ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাঁর নিজের এবং সহকর্মীদের কাছে কীভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন বন্দী সাদ্দাম হোসাইন, সেই বর্ণনা পুরো বইয়ে পাঠককে মোহগ্রস্ত করে রাখবে। সন্দেহ নেই, হৃদয়বান পাঠক এই বই পাঠে সাদ্দাম হোসাইনের মানবিক রূপ দেখে বিগলিত হবেন।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে বন্দী থাকাকালে সাদ্দামের দৈনন্দিন জীবনযাপন, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, প্রহরীদের সঙ্গে আচার-আচরণ; আর কীভাবে এই প্রহরীরা হয়ে উঠল তাঁর আপনজন, এমনকি এঁদের সবাই সবসময় কেন ইরাকের সাবেক এই শাসকের প্রতিটি বিষয়ে এত গুরুত্ব দিতেন, তাঁর সঙ্গ পেয়ে সবাই কীভাবে উৎফুল্ল হতেন, আর কেনই-বা সাদ্দামের বিদায়বেলায় এই প্রহরীদের চোখে জ্বলজ্বল করছিল অশ্রু–এসব নিয়ে বইটি লিখেছেন সাদ্দামের মৃত্যুতে শোকাতুর এই প্রহরীসেনা।

সাদ্দাম হোসাইন আজ বেঁচে নেই। কিন্তু শক্তিমান শাসক হিসেবে তিনি অমর হয়ে আছেন ইরাক ও পৃথিবীর কোটি মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। ইরাকবাসী আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, সাদ্দাম হোসাইনকে হারিয়ে তারা মূলত ইরাক হারিয়েছেন। তাঁর আত্মার জন্য আমাদের প্রার্থনা রইল।

৩১৩ : বদরযুদ্ধের ঐতিহাসিক গল্পভাষ্য

লেখক : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

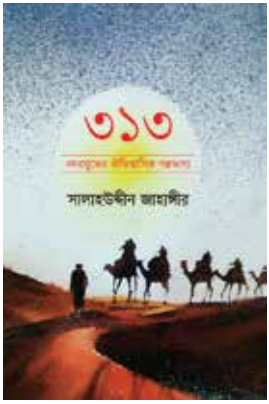

ধরন	গল্পভাষ্য
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২৩২
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩৪০
ছাড়মূল্য	৳ ২৭২

নন্দিত লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর-এর নতুন সৃষ্টি–৩১৩ : *বদরযুদ্ধের ঐতিহাসিক গল্পভাষ্য*।

বদরযুদ্ধে মক্কার কুরাইশনেতা আবু জাহেলকে হত্যাকারী দুজন সাহাবির ব্যাপারে নিশ্চয় শুনেছেন আপনি। কখনো কি প্রশ্ন জেগেছে–আবু জাহেলকে হত্যা করেন যারা তারা সত্যি নিতান্ত দুজন বালক ছিলেন মাত্র?

যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একাধারে ১৩ বছর বিনীতকণ্ঠে মানুষের দ্বারে দ্বারে ইসলামের বাণী নিয়ে গেছেন, শত অত্যাচার, অপমান আর গলাধাক্কা সত্ত্বেও যিনি সামান্য প্রতিবাদ করেননি; মদিনায় আগমনের এক বছর যেতে না যেতেই কেন তিনি হাতে তুলে নিলেন ধারালো তরবারী? বদরযুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী ছিল?

মাত্র ৩১৩ জন মুসলিমের এক মামুলি সেনাদল, অন্যদিকে রণসজ্জায় সজ্জিত এক হাজার কুরাইশের উদ্ধত বাহিনী। ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়া এ যুদ্ধজয় আরবের বুকে ইসলামের ভিত এত মজবুতভাবে প্রোথিত করেছিল, মাত্র ২০ বছর পর এই বিজয়ী সেনাদলের উত্তরসূরীরা পদানত করেছিল রোম-পারস্যের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য।

বদরযুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য রূপকথা, মিথ, গল্প, উপাখ্যান তৈরি হয়েছে পৃথিবীর নানা জনপদে, বিভিন্ন ভাষায়। সবকিছু ছাপিয়ে হাদিস ও সিরাতের সূত্রনির্ভর ধারাবর্ণনায় রচিত হয়েছে ৩১৩ : *বদরযুদ্ধের ঐতিহাসিক গল্পভাষ্য* বইটি। প্রাঞ্জল ভাষা, সাহসী গদ্য আর গল্পভাষ্যের টান টান উত্তেজনা নিয়ে সিরাতপাঠের নতুন সংযোজনা।

একটানে পড়ে ফেলার মতো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.
জীবন ও কর্ম

লেখক : দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

ধরন	জীবন ও কর্ম
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২৭০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩০০
ছাড়মূল্য	৳ ১৮০

মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.। তিনি ছিলেন প্রত্যয়দীপ্ত এক কণ্ঠস্বর। ইসলামের বিরুদ্ধে যেকোনো আঘাতে তিনি গর্জে ওঠতেন সিংহের মতো। ইসলাম ও দেশ-মাতৃকার বিপক্ষে যখনই কোনো ষড়যন্ত্র হয়েছে, তিনি সবার আগে রাজপথে নেমে এসেছেন। আন্দোলন, সংগ্রাম আর জেল-জুলুম সহ্য করে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন বাংলাদেশে ইসলামের কিংবদন্তিতুল্য ধর্মীয় নেতা।

তিনি ছিলেন বিশাল মহীরুহের মতো। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতার কাছে তিনি ছিলেন সার্বজনীন এক অভিভাবকের মতো। ইসলাম রক্ষার যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর তেজস্বী লড়াকু পদক্ষেপ বাংলার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতো সেই সুদূর অতীতের সোনালি মানুষদের কথা।

রাজনীতি, শিক্ষা বিস্তার, হাদিস পাঠদান এবং পথহারা মানুষের হেদায়েতের জন্য বাংলার প্রতিটি প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী যখনই ইসলামবিরোধী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তখন সবার আগে যার উচ্চকণ্ঠ শোনা গেছে–তিনি মুফতী আমিনী। তাঁর ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকতো শাসকের মসনদ। এক আল্লাহ ছাড়া পরোয়া করার মতো তার সামনে কেউ ছিলো না। তিনি ছিলেন আল্লাহর নির্ভীক সৈনিক।

বাংলার এই অপরাজেয় কিংবদন্তিকে নিয়ে নবপ্রকাশ প্রকাশ করেছে *মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ. : জীবন ও সংগ্রাম* নামের একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.-কে নিয়ে প্রকাশিত একমাত্র পরিপূর্ণ গ্রন্থ।

মুফতী আমিনীর জীবন, সংগ্রাম ও কর্ম নিয়ে লিখেছেন তাঁর ছেলে, স্বজন, বরেণ্য উলামা, নিকটজন, সহকর্মী, সহযোদ্ধা, ছাত্র, শুভাকাঙ্ক্ষী, সাংবাদিক, কলামিস্টসহ দেশের প্রখ্যাতজন। তুলে ধরেছেন সবার সামনে অন্য এক মুফতী আমিনীকে। তাঁর জীবন ও কর্ম মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে অন্য এক উচ্চতায়।

মুফতী আমিনীর জীবনের অসংখ্য ইতিহাস অধ্যয়নে আপনাকে স্বাগতম।

মুসলিম সম্রাট ১

হারুনুর রশিদের রাজ্যে

মূল : আহমাদ আমিন

অনুবাদক : নাজমুস সাকিব

ধরন	জীবনী
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১৬০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ২০০
ছাড়মূল্য	৳ ১৬০

ছোটবেলায় আল-ফুলাইলার গল্প পড়তে গিয়ে আমরা পরিচিত হয়েছিলাম হারুনুর রশিদের সঙ্গে। হাজার বছর আগের একজন আব্বাসি খলিফা গল্পের মধ্য দিয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন আমাদের কল্পরাজ্যে। চোখ বুজলে আমাদের সামনে ভেসে উঠত হারুনুর রশিদের মনোরম প্রাসাদ, বাগদাদের ফুলের বাগান এবং নগরের মনমাতানো সৌন্দর্য।

নানা গল্পের মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়পটে বাগদাদের যে চিত্র অংকিত হয়েছে–তা মূলত কল্পনা, বাস্তবতা থেকে অনেক আলাদা। তবে আমাদের উৎসুক মন বার বার সেই বাগদাদ খুঁজে ফিরে যে বাগদাদ ছিল হারুনুর রশিদের। কল্পনায় আমরা হেঁটে বেড়াই সেই বাগদাদের অলিগলিতে। মোহিত হই তার ঐশ্বর্যের কথা ভেবে।

কেমন হত যদি আমরা সেই বাগদাদ থেকে সত্যি সত্যি ঘুরে আসতে পারতাম? হাজার বছর আগের ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাগদাদ যদি ফিরে পেতাম সেই রূপে?

অসম্ভব মনে হলেও তা আমাদের জন্য সম্ভব করে দিয়েছেন প্রথিতযশা মিশরীয় লেখক আহমাদ আমিন। তিনি হারুনুর রশিদ ও তাঁর রাজ্যের এক অনন্য চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন বক্ষ্যমান বইয়ের মধ্য দিয়ে। হাজারও প্রাচীন গ্রন্থের পৃষ্ঠা ঘেঁটে এসব তথ্য তিনি হাজির করেছেন আমাদের দৃষ্টির সামনে। এই বই পড়ে পাঠক অনুভব করবেন, তিনি যেন ফিরে গেছেন হাজার বছর আগের আব্বাসি খেলাফতের রাজধানী বাগদাদে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের রাজ্যে, যেখানে সমাসীন আছেন খলিফা হারুনুর রশিদ স্বয়ং।

কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া সেই সোনালি দিনগুলো এই বইয়ের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠবে পাঠকের সামনে। শুধু একপাশ থেকে নয়, ৩৬০ ডিগ্রি চিত্রের মতো পাঠক সেই সময়কে দেখতে পাবেন চারপাশ থেকে। কেমন ছিল সেই সময়ের মানুষের সাধারণ জীবন, কেমন ছিলেন খলিফা ও তাঁর আমির-উমারাগণ, কেমন ছিলেন সেই সময়ের জ্ঞানী ও বিদ্বানরা এবং কেমন ছিল সে সময়ের কবিতা-গান, মানুষের খাবার-দাবার ও জীবনাচরণ। নানা ঘটনাবলি ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে এসব বিষয় বিমূর্ত হয়ে উঠবে পাঠকের সামনে।

মিরআতুল মামালিক
দ্য অ্যাডমিরাল

মূল: সাইয়িদি আলি রইস
অনুবাদক: সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

ধরন	ভ্রমণকাহিনি
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১২৮
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১২০
ছাড়মূল্য	৳ ৯৬

ষোড়শ শতকের অটোমান সাম্রাজ্যের একজন নৌসেনাপতির রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনি *মিরআতুল মামালিক : দ্য অ্যাডমিরাল*। উসমানি খেলাফতের নৌসেনাপ্রধান সাইয়িদি আলি রইসের লেখা অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ গ্রন্থটি সঙ্গত কারণেই লাভ করেছে চিরায়ত ইতিহাসের মর্যাদা। এতে বিবৃত হয়েছে পর্তুগিজ জলদস্যুদের সাথে সংঘটিত অ্যাডমিরালের রোমহর্ষক সমুদ্রযুদ্ধ, জলদস্যুদের তাড়া করতে গিয়ে কূলহারা আরব সাগরের বুকে হারিয়ে যাওয়া, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ভারত মহাসাগরের ভাগ্যরোহিত ভয়াল দিনগুলো, সমুদ্রঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসা, ভারতবর্ষসহ বিস্তীর্ণ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধর্মীয় ও সামাজিক চিত্রাবলি, অতি নিকট থেকে দেখা মুঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণসহ আরও নানাপদী পাঠ্যস্বাদ।

ইরান তুরান খোরাসান কাবুল দিল্লি সিন্ধু গুজরাট বসরা মসুল তিকরিত বাগদাদ বোখারা সমরকন্দসহ এশিয়া মাইনরের বিস্তীর্ণ এলাকা ভ্রমণ করেন তিনি। দিল্লির শাহি প্রাসাদে রাজকীয় অতিথি হিসেবে অবস্থানকালে সম্রাট হুমায়ুনের পরলোকগমন, তাঁর পুত্র আকবরের দিল্লির মসনদে আরোহণ ও সিংহাসন রক্ষার অনেক শাহি কূটচাল অতি নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করায় গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে চিরায়ত ইতিহাসের জীবন্ত ও অমর দলিল।

তুর্কি নৌসেনাপ্রধান সাইয়িদি আলি রইস তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তটি রচনা করেছেন তুর্কি ভাষায়। ঐতিহাসিকভাবে সমাদৃত গ্রন্থটি আরবি ইংরেজি স্প্যানিশ রাশান পর্তুগিজসহ পনেরোটির অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাছাড়া নৌপথের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে বইটি পৃথিবীর অনেক নৌবাহিনীতে বিশেষভাবে পাঠ্য।

দিগ্বিজয়ী ভ্রমণবৃত্তান্তটি বাংলায় ভাষান্তর করেছেন কবি ও নন্দিত লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর। উপন্যাসের আদলে অনূদিত ভ্রমণকাহিনির অনবদ্য গদ্যে পাঠকের মনে হবে, ইতিহাসের উত্তাল সমুদ্রে অ্যাডমিরালের নৌবহরের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন তিনি নিজেও। দুর্দান্ত ও ভয়ার্ত সব অ্যাডভেঞ্চার যেন চোখের সামনে ঘটে চলেছে।

দ্য ক্রসিং

মূল: সামার ইয়াজবেক

অনুবাদক: তানজিনা বিনতে নূর

ধরন	যুদ্ধভ্রমণ
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২৭০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৫০০
ছাড়মূল্য	৳ ৩০০

সামার ইয়াজবেক-এর *দ্য ক্রসিং* বইটি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহতম ট্র্যাজেডির অন্যতম সিরিয়া যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিবরণ–মর্মস্পর্শী, করুণ। সামারের অত্যন্ত সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আমাদের মৃতপ্রায় মানবিক অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তুলবে বলে আমার ধারণা। সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে যুদ্ধের দৃশ্যগুলোর বর্ণনা কলমের আঁচড়ে তুলে নিয়ে আসা কোনো সহজ ব্যাপার নয়।

একটা ব্যাপার অনুধাবনযোগ্য, সিরিয়ার যুদ্ধটা শুরুতে ছিল কেবলই মুক্তিকামী সিরীয়দের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াই। কিন্তু যুদ্ধের পারদ যখন ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে তখন এ লড়াইয়ের মঞ্চ প্রতিদিন পাল্টাতে থাকে। নাম না জানা অসংখ্য কুশীলব তৎপর হয়ে ওঠে সিরিয়ার মানচিত্রকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য। অনেক বিদেশি শক্তি তো বটেই, স্বার্থের টানে সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুক্তিকামী দলগুলোও শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির ফলেই সেখানে জন্ম নেয় উগ্রবাদী বিভিন্ন উপদল, যা পরবর্তীতে সারা বিশ্বের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ বই লেখকের নিজ মাতৃভূমিকে স্পর্শ করার একান্ত ব্যক্তিগত আবেগে রচিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত, রক্তস্নাত, বেঁচে থাকার সুতীব্র লড়াইয়ের যে ধারাবর্ণনা তিনি দিয়েছেন–সবই নিজের চোখে দেখা করুণ সত্য।

দ্য ক্রসিং বর্তমান সিরিয়ার সেই জলজ্যান্ত ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, যে সিরিয়াকে আমরা এতদিন স্থিরচিত্র কিংবা কিছু ভিডিওক্লিপ আকারে দেখে এসেছি। বোমায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরের পর শহর, যুদ্ধবিমান থেকে নেমে আসা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুদানব, উদ্বাস্তু মানুষের গ্লানিময় জীবন–সবকিছু লেখক তুলে এনেছেন পরম মমতায়। একই সঙ্গে সেখানে যুদ্ধরত এবং বিবদমান প্রত্যেকটি সশস্ত্র দল সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাঠককে নতুন করে ঋদ্ধ করবে।

রঙিন মখমল দিন

লেখক : শরীফ মুহাম্মদ

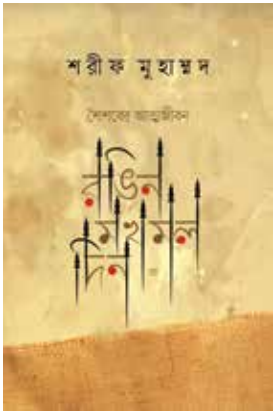

ধরন	আত্মজীবনী
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১৪৪
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১৭০
ছাড়মূল্য	৳ ১৩৬

শিশুবেলার জীবন বড় সুখের জীবন। মিষ্টি রঙের জীবন। ৪৬ বছরে এসে সেই শৈশবের মুখ দেখার চেষ্টা বড় অনুভূতিময়। সুখেও সুখ, দুঃখেও সুখ। যেন সুখ আর রঙের মখমল দিন। টুকরো টুকরো চোখে দেখা সুখ। সুখের টুকরো টুকরো গল্প। ছন্নছাড়া আত্মজীবনের ভোর। কিছু গল্পের ছবি। অনেক গল্পেই হয়তো অনুসরণের কিছু নেই। আছে কিছু দেখার ও সতর্কতার ব্যাপার। আছে কিছু মজার ও শেখার ব্যাপার। শিশুমন আর শিশুভাষা। আদরে আদরে আঁকার চেষ্টা।

ছোট ছোট বাক্যে ফেলে আসা দিনগুলেল। শিশুবেলার সুখের দুনিয়ার চিত্রায়ন। শরীফ মুহাম্মদের জন্ম শহর ময়মনসিংহের গলগন্ডা। কাজিবাড়ি। ঐতিহ্যবাহী কাজী বাড়ি আলেম-উলামা ও দীনদার মানুষের জনপদ। শৈশবে মকতবে বালিকার সঙ্গে খুনসুটি বা কোনো লাইলির প্রেমে মুগ্ধ হওয়া এবং আলিফ বা তা ছা।

বইটিতে শৈশবের প্রেমময় দিনগুলো ওঠে এসেছে। খলিফা বাড়ির পেছনে আন্দার বনে ক্রিকেট, মুন্সিবাড়ির পাশে রেললাইনে রেলের শাঁ শাঁ আওয়াজ, কাশরের গুন্ডামি ডিপটিবাড়ির শাকিল, বালিয়ায় মুহাম্মদের সঙ্গে ছুটে চলা, খাগডহর থেকে কিশোরগঞ্জ, ঢাকার কামরাঙ্গীর চর... আরও স্মৃতিমাখা জায়গার ধারাবর্ণনা, অনন্য বয়ান। পাঠক মুগ্ধমনে এগিয়ে যেতে পারবে মনের ছবি থেকে বালিয়ার পথে। বালিয়ায় সেই শৈশবে সাহিত্যের নেশায় ফরিদউদ্দীন মাসউদকে দেখতে যাবার গল্প। বইয়ে শিউলির ঘ্রাণে ঘ্রাণে বাতাশার বাদামি ঠোঙ্গা। ঘুমন্ত শহরে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানি। মুগ্ধতার নতুন ঘোরে পাঠক সফর করবে শৈশবের আত্মজীবনের এই কাহিনিকাব্যে।

এ যেন কিছুটা আত্মজীবন, অনেকটা শৈশব।

গুয়ান্তানামোর ডায়েরি

মূল : হোসাইন আবদুল কাদির
অনুবাদ : নাজমুস সাকিব

ধরন	আত্মজীবনী
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১৪৪
মুদ্রিত মূল্য	৳ ২০০
ছাড়মূল্য	৳ ১৬০

গুয়ান্তানামোর ডায়েরির লেখক হোসাইন আব্দুল কাদের–তাঁর পরিচিতিমূলক উপনাম আবু আব্দুল্লাহ আলবলখি। মূলত আরবি ভাষায় তিনি বইটি লিখেছিলেন। মূল বইয়ের নাম 'জিকরায়াত মু'তাকাল মিন জোয়ান্তানামো'। ২০০৯ সালে সৌদিআরবের রাজধানী রিয়াদের আল-আবিকান প্রকাশনী থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর আরববিশ্বে এটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

বইটিতে বিনা দোষে আটক হওয়ার পর থেকে মুক্তি পর্যন্ত কারাগারের চার দেয়ালের ভেতর দিনযাপনের নানা স্মৃতিকথা তুলে ধরেছেন লেখক। বর্তমানে তিনি জর্দানে বসবাস করছেন। বইটি পড়লে পাঠকরা লেখকের গ্রেফতার এবং গ্রেফতার পরবর্তী দৃশ্যপট ও নানা ঘটনা সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন।

একই সাথে জানতে পারবেন, শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একজন মানুষকে কীভাবে দীর্ঘ আড়াই বছর গুয়ান্তানামোর ভয়াল কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। শুধু এ বইয়ের লেখকই নন, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন 'ওয়ার অন টেরর' শুরু হওয়ার পর এমন শত সহস্র মুসলিম ব্যক্তিকে বিনা দোষে বছরের পর বছর ধরে আটকে রাখা হয় পৃথিবীর নাম না জানা অসংখ্য কারাগারে। হয়তো আজও অনেকে বিনা দোষে পঁচে মরছে পশ্চিমাদের জিন্দানখানায়।

এ বই সেই সব নির্দোষ ব্যক্তিদের পক্ষে কিছুটা হলেও পৃথিবীর সামনে সত্য উচ্চারণ করবে।

লেখকের বয়ান–

এই বইয়ের অনেক কথা হয়তো অনেকের ভালো লাগবে না, অনেকে মনে করবেন– এ সবই অতিকথন মাত্র। কিন্তু আমি এসব প্রত্যক্ষ করেছি এবং এসব ঘটনা আমার সঙ্গে ঘটেছে। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে– 'যে শোনে সে তার মতো নয়, যে দেখেছে'।

গাদ্দাফির সঙ্গে আমার জীবন

মূল : অ্যানিক কোজেন
অনুবাদ : যুবাইর আহমদ

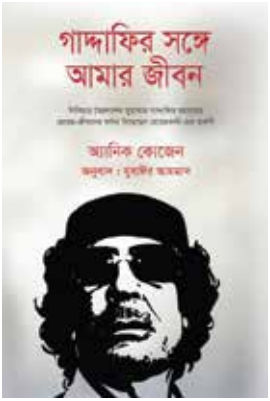

ধরন	আত্মজীবনী
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২৭২
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৫০০
ছাড়মূল্য	৳ ৩০০

শুরুটা হয়েছিল সুরাইয়াকে দিয়ে। একটি মেয়ে–কাজলকালো যার চোখ, রোদেপোড়া চকচকে মুখ কিন্তু আকর্ণবিস্তৃত চওড়া হাসি। সুরাইয়া–বিদ্যুৎচমকের মতো মুহূর্তেই যার মনভোলানো হাসি সশব্দ কান্নায় পরিণত হয়; বিপুল উদ্দীপনা বদলে যায় চরম নৈরাশ্যে; অনুপম অনুরাগ পরিণত হয় ভয়াবহ প্রতিশোধস্পৃহায়।

সুরাইয়া–যার আছে একটি অজ্ঞাত অতীত, এক সাগর দুঃখ আর হার না মানা বিক্ষুব্ধ মনন।

সুরাইয়া–যার গল্পটা শুরু হয়েছিল মনোরম এক প্রাণবন্ত পরিবেশ থেকে। আর শেষ হয় নরপিশাচ দানবের পাঞ্জায় আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে।

সুরাইয়ার সেই দানবের নাম মুয়াম্মার গাদ্দাফি। আফ্রিকার লৌহমানব নামে যিনি পরিচিত ছিলেন সারাবিশ্বে। যিনি বরিত হতেন লিবিয়ার নারীমুক্তির প্রবাদপুরুষ হিসেবে। অথচ তারই গোপন হেরেমে রক্ষিতা হিসেবে বন্দী ছিল শত শত নিষ্পাপ মেয়ে।

প্রথমবার এ কথা শুনে হয়তো পাঠকমাত্রই অবিশ্বাসে আঁতকে ওঠবেন। কিন্তু হেরেমবন্দী সুরাইয়ার হাত ধরে যখন আপনি প্রবেশ করবেন গাদ্দাফির হেরেমখানায়, এক কোমলপ্রাণ কিশোরীর ধর্ষিত হবার বর্ণনা শুনে আপনার চোখ জলে ভেসে যাবে।

তৈরি হোন এক অনাকাঙ্ক্ষিত হেরেমখানার নারী-চিৎকার শুনতে।

সোনালি দিনের গল্প

লেখক : হামমাদ রাগিব

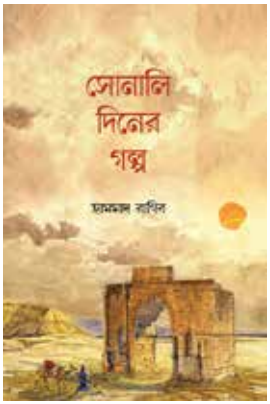

ধরন	গল্প
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	৮৮
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১০০
ছাড়মূল্য	৳ ৮০

আমাদের একটি গৌরবোজ্জ্বল অতীত আছে। আছে গর্ব করার মতো অসংখ্য যুগশ্রেষ্ঠ মনীষা। আমরা গর্ব করতে পারি আমাদের নির্মাণ করা সভ্যতা নিয়ে। পৃথিবীর অর্ধেক সভ্যতা নির্মিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা মুসলিম সাম্রাজ্য আর যুগ বদলে দেয়া মনীষীদের হাত ধরে। এই গৌরব আমরা হেলায় হারাতে পারি না।

কিন্তু এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, কেবল অতীতের সুখ-স্মৃতিচারণ কিংবা অতীতের গল্প বর্ণনা করে আমরা কখনোই আমাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবো না। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আমাদের যুগবরেণ্য মনীষাব্যক্তিত্ব, সযত্নে লালিত আমাদের বিজয়ী চেতনা কোনোভাবেই যেন কেবল বইয়ের পাতার গল্প হয়ে না যায়। ঐতিহ্যের প্রতিটি গল্প যেন হয় ভবিষ্যত পৃথিবী নির্মাণের হিরন্ময় হাতিয়ার।

উমাইয়া ও আব্বাসি খেলাফতের সময়কে সাধারণত ইসলাম বা মুসলমানদের স্বর্ণযুগ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। সে সময়কার কিছু বিস্ময়জাগানিয়া ও চমৎকার কাহিনির সন্নিবেশিত রূপ সোনালি দিনের গল্প। গল্পগুলোর মাধ্যমে সমকালীন মুসলিম জাহানে সাধারণ জনগণের চরিত্র, শাসকদের হিতাকাঙ্ক্ষা এবং মুসলিম সৈন্যদলের শৌর্য সম্পর্কে পাঠক একটা ধারণা এঁকে নিতে পারবেন হৃদয়পটে।

সোনালি দিনের গল্প এমনই কিছু অজেয় গল্প দিয়ে সাজানো গল্পগ্রন্থ। লেখক হামমাদ রাগিব ইতিহাসের নানা গুদাম থেকে গল্পের কাঁচামাল জোগাড় করে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন ঐতিহ্যের এক বিনিদ্র দাওয়াই। পাঠকের অন্তকরণে যে দাওয়াই ছড়িয়ে দেবে জাগ্রত বিশ্বাসের স্ফুরণ। বইটি পাঠ করে পাঠক আমাদের অতীত ইতিহাস যেমন জানতে পারবে, তেমনি উজ্জীবিত হবে নতুন দিনের জাগৃতির।

হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল

লেখক : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

ধরন	আত্মোন্নয়ন
বাঁধাই	পেপারব্যাক
পৃষ্ঠাসংখ্যা	৯৬
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১০০
ছাড়মূল্য	৳ ৮০

আশ্চর্য সুন্দর এই জীবন। প্রতিটি আনন্দ-হাসি, বেদনা-দুঃখও সুন্দর। মাঝেমাঝে অবাক চোখে তাকিয়ে বৃষ্টিফোঁটা দেখি–কী অদ্ভুত ছন্দে নেমে আসছে মাটির ধরণীতে! বৃক্ষশোভা, জলকল্লোল, পাখির গান, বন্ধুর হাসি, বিরাট আকাশ, ধানের গন্ধ, প্রিয়তমের আলিঙ্গন, ব্যস্ত নগর আর–মানুষ! এতো সুন্দর সৃষ্টি মানুষ, সৃষ্টিকর্তা নিজেই তাঁর এ সৃষ্টি নিয়ে গর্ব করেন। তিনিও সম্ভবত আদমসন্তানের আশ্চর্য কীর্তি-সৌন্দর্য দেখে আহ্লাদিত হন। আর আমি অধম তো একেকটা মানুষ দেখি আর তাদের প্রেমে পড়ি।

কী সুন্দর তারা কথা বলে, অভিমান করে, হিংসা করে, সৃষ্টি করে নতুন নতুন, তারা শিল্পিত পদক্ষেপে হেঁটে বেড়ায়, যুদ্ধ করে, প্রিয়জনের ভালোবাসায় কাঁদে...কী অবাক এক সৃষ্টিকর্ম!

একটা মানুষ শিশু–সে খলবলিয়ে হাসে; তার নিষ্পাপ চোখের ভাষার মধ্যে যে পবিত্র পাঠশালা, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির সমস্ত প্যাপিরাসের কাহিনিপাঠেও মিলবে না তার খোঁজ। আহা! কি ব্যাকুল ভালোবাসায় সে চিৎকার করে কাঁদে। পৃথিবীর বিস্ময়ে এখনো নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি ছোট ছোট মায়াবী চোখ দুটো। তার কান্না কেমন নিষ্পাপ, লৌকিকতাহীন।

আকাশ কি নিদারুণ নীলাভ! বৃক্ষ কি সবুজ! মাটিতে কেমন উদ্বেল ঘ্রাণ! রাত হয় এই জন্ম নেয়া পৃথিবীতে। কি বিস্ময় নিয়ে সে ডাকে–আয় আয়, থোকা থোকা এই জোনাক-জ্যোৎস্নায়!

জলবিভূতি নিয়ে নদী বয়; সাগরের কী ক্ষুধিত উচ্ছ্বাস!

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠি, হেসে ফেলি অদ্ভুতুড়ে বালখিল্য খাব-দর্শনে। সকালে পরিচিতমুখ দেখে উজ্জ্বল চোখভরে বলি–বন্ধু, কী খবর বল, কতোদিন দেখা হয়নি!

একটা মেয়ে বালিকা হয়, আশ্চর্য তার ঐশ্বর্য। বিপুলা বিভা নিয়ে সে তার চারপাশ আন্দোলিত করে তোলে। তার পায়ের মুদ্রা, তার কিন্নর হাসিরোল, তার গর্বিত চাহনি–পৃথিবীর তাবৎ ময়নাতদন্ত তার সৌন্দর্যের রহস্যের কাছে শিশুতোষ।

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর রচিত জীবনমুখী এক আশ্চর্য বই!

রাজকুমারী

দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল

মূল : ড. করম হোসাইন শাহরাহি

অনুবাদক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

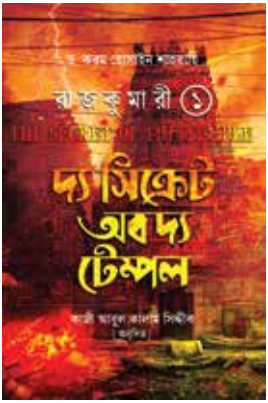

ধরন	উপন্যাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২২০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩০০
ছাড়মূল্য	৳ ১৮০

ইতিহাস যুদ্ধ জীবন ধর্ম প্রেম ও হাসি-কান্নার কড়ি গেঁথে নির্মিত এ গ্রন্থ। সময়ের ধুলোর আস্তরে চাপা পড়া নিকট অতীতের এক অনবদ্য উপাখ্যান। এ গ্রন্থ এমন এক ইতিহাস তুলে এনেছে যার তালাশ ছিল না বহুদিন ইতিহাসের পাতায়।

ষোড়শ শতকের অবিভক্ত ভারতবর্ষের আসামের রাজা কৃষ্ণকুমার ও বাংলার সুলতান আলি কুলি খানের মাঝে সংঘটিত রোমহর্ষক যুদ্ধের বিস্ময়কর উত্থান-পতনের দাস্তানঋদ্ধ এ গ্রন্থ। বাংলার সুলতানের বীরত্ব ও শৌর্যের কীর্তিগাথা যেমন মোড়ক খুলেছে সাহসী কলমে, তেমনি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে অত্যাচারী রাজা কৃষ্ণকুমারের আদর্শলালিত হিংস্রদের, যারা এই বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সে সময়গুলো সত্যের ও তথ্যের নিপুণ মিশেলে এতে জীবন্ত করে তুলেছেন সত্যানুসন্ধানী লেখক ড. করম হোসাইন শাহরাহি। ঐতিহাসিক উপন্যাস-সাহিত্যে একটি অভিনব দিগন্তের উদ্ভাস এ উপন্যাস। তৎকালীন ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতিনীতি ও রুচির পার্থক্য, মারদাঙ্গা যুদ্ধের রোমহর্ষক দৃশ্যপট, মুখোশের অন্তরালে থাকা কপট ধর্মব্যবসায়ী, সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, রক্তপাত, লালসা, জিঘাংসা, প্রেম, পাশবিকতা ও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনিচিত্রের সাথে পরিচিত হবেন নিমগ্ন পাঠক।

মোট চার খণ্ডের বিশাল আকারের উপন্যাস। উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস অঙ্গনকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখক-অনুবাদ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক। তার অনুবাদে পাঠক পাবেন মূলের স্বাদ, অনবদ্য গদ্যের গতিময়তা, শব্দ ও মর্মের প্রাণোচ্ছল কলমুখরতা এবং ইতিহাসের পথ ধরে হেঁটে যাবেন একটি অনুন্মোচিত বাংলাদেশের মানচিত্রে।

আপনাকে স্বাগতম সাজানো এ উদ্যানে!

রাজকুমারী

ব্লাড অব দ্য প্রিন্সেস

মূল : ড. করম হোসাইন শাহরাহি

অনুবাদক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

ধরন	উপন্যাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২২০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩০০
ছাড়মূল্য	৳ ১৮০

বাংলাদেশের অনুদ্ঘাটিত ইতিহাসের চমকপ্রদ এক উপাখ্যান এ গ্রন্থ–*ব্লাড অব দ্য প্রিন্সেস*। এ উপাখ্যান পাখনা মেলেছে সে সময়ে, যখন মুলকে বাংলার দখলদারিত্ব ছিল দিল্লির মুঘল সালতানাতের হাতে।

ইতিহাস যুদ্ধ জীবন ধর্ম প্রেম ও হাসি-কান্নার কড়ি গেঁথে নির্মিত এ গ্রন্থ। সময়ের ধুলোর আস্তরে চাপা পড়া নিকট অতীতের এক অনবদ্য উপাখ্যান। এ গ্রন্থ এমন এক ইতিহাস তুলে এনেছে যার তালাশ ছিল না বহুদিন ইতিহাসের পাতায়।

ষোড়শ শতকের অবিভক্ত ভারতবর্ষের আসামের রাজা কৃষ্ণকুমার ও বাংলার সুলতান আলি কুলি খানের মাঝে সংঘটিত রোমহর্ষক যুদ্ধের বিস্ময়কর উত্থান-পতনের দাস্তানঋদ্ধ এ গ্রন্থ। বাংলার সুলতানের বীরত্ব ও শৌর্যের কীর্তিগাথা যেমন মোড়ক খুলেছে সাহসী কলমে, তেমনি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে অত্যাচারী রাজা কৃষ্ণকুমারের আদর্শলালিত হিংস্রদের, যারা এই বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সে সময়গুলো সত্যের ও তথ্যের নিপুণ মিশেলে এতে জীবন্ত করে তুলেছেন সত্যানুসন্ধানী লেখক ড. করম হোসাইন শাহরাহি। ঐতিহাসিক উপন্যাস-সাহিত্যে একটি অভিনব দিগন্তের উদ্ভাস এ উপন্যাস।

মোট চার খণ্ডের বিশাল আকারের উপন্যাস। উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস অঙ্গনকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখক-অনুবাদ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক। তার অনুবাদে পাঠক পাবেন মূলের স্বাদ, অনবদ্য গদ্যের গতিময়তা, শব্দ ও মর্মের প্রাণোচ্ছল কলমুখরতা এবং ইতিহাসের পথ ধরে হেঁটে যাবেন একটি অনুন্মোচিত বাংলাদেশের মানচিত্রে।

আপনাকে স্বাগতম সাজানো এ উদ্যানে!

রাজকুমারী ৩

দ্য লাস্ট ক্যাসল অব দ্য কিং

মূল : ড. করম হোসাইন শাহরাহি

অনুবাদক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

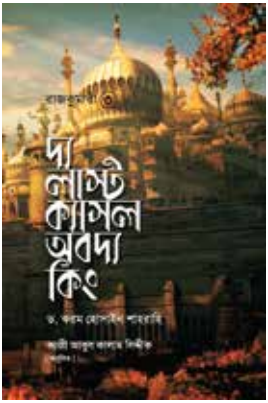

ধরন	উপন্যাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২২০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩০০
ছাড়মূল্য	৳ ১৮০

বাংলাদেশের অনুদ্ঘাটিত ইতিহাসের চমকপ্রদ এক উপাখ্যান এ গ্রন্থ–*দ্য লাস্ট ক্যাসল অব দ্য কিং*। এ উপাখ্যান পাখনা মেলেছে সে সময়ে, যখন মুলকে বাংলার দখলদারিত্ব ছিল দিল্লির মুঘল সালতানাতের হাতে।

ইতিহাস যুদ্ধ জীবন ধর্ম প্রেম ও হাসি-কান্নার কড়ি গেঁথে নির্মিত এ গ্রন্থ। সময়ের ধুলোর আস্তরে চাপা পড়া নিকট অতীতের এক অনবদ্য উপাখ্যান। এ গ্রন্থ এমন এক ইতিহাস তুলে এনেছে যার তালাশ ছিল না বহুদিন ইতিহাসের পাতায়।

ষোড়শ শতকের অবিভক্ত ভারতবর্ষের আসামের রাজা কৃষ্ণকুমার ও বাংলার সুলতান আলি কুলি খানের মাঝে সংঘটিত রোমহর্ষক যুদ্ধের বিস্ময়কর উত্থান-পতনের দাস্তানঋদ্ধ এ গ্রন্থ। বাংলার সুলতানের বীরত্ব ও শৌর্যের কীর্তিগাথা যেমন মোড়ক খুলেছে সাহসী কলমে, তেমনি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে অত্যাচারী রাজা কৃষ্ণকুমারের আদর্শলালিত হিংস্রদের, যারা এই বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সে সময়গুলো সত্যের ও তথ্যের নিপুণ মিশেলে এতে জীবন্ত করে তুলেছেন সত্যানুসন্ধানী লেখক ড. করম হোসাইন শাহরাহি। ঐতিহাসিক উপন্যাস-সাহিত্যে একটি অভিনব দিগন্তের উদ্ভাস এ উপন্যাস।

মোট চার খণ্ডের বিশাল আকারের উপন্যাস। উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস অঙ্গনকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখক-অনুবাদ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক। তার অনুবাদে পাঠক পাবেন মূলের স্বাদ, অনবদ্য গদ্যের গতিময়তা, শব্দ ও মর্মের প্রাণোচ্ছল কলমুখরতা এবং ইতিহাসের পথ ধরে হেঁটে যাবেন একটি অনুন্মোচিত বাংলাদেশের মানচিত্রে।

আপনাকে স্বাগতম সাজানো এ উদ্যানে!

রাজকুমারী ৪

দ্য এন্ড অব দ্য ডেভিল'স কিংডম

মূল : ড. করম হোসাইন শাহরাহি

অনুবাদক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

ধরন	উপন্যাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২২০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩০০
ছাড়মূল্য	৳ ১৮০

বাংলাদেশের অনুদ্ঘাটিত ইতিহাসের চমকপ্রদ এক উপাখ্যান এ গ্রন্থ–*দ্য এন্ড অব দ্য ডেভিল'স কিংডম*। এ উপাখ্যান পাখনা মেলেছে সে সময়ে, যখন মুলকে বাংলার দখলদারিত্ব ছিল দিল্লির মুঘল সালতানাতের হাতে।

ইতিহাস যুদ্ধ জীবন ধর্ম প্রেম ও হাসি-কান্নার কড়ি গেঁথে নির্মিত এ গ্রন্থ। সময়ের ধুলোর আস্তরে চাপা পড়া নিকট অতীতের এক অনবদ্য উপাখ্যান। এ গ্রন্থ এমন এক ইতিহাস তুলে এনেছে যার তালাশ ছিল না বহুদিন ইতিহাসের পাতায়।

ষোড়শ শতকের অবিভক্ত ভারতবর্ষের আসামের রাজা কৃষ্ণকুমার ও বাংলার সুলতান আলি কুলি খানের মাঝে সংঘটিত রোমহর্ষক যুদ্ধের বিস্ময়কর উত্থান-পতনের দাস্তানঋদ্ধ এ গ্রন্থ। বাংলার সুলতানের বীরত্ব ও শৌর্যের কীর্তিগাথা যেমন মোড়ক খুলেছে সাহসী কলমে, তেমনি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে অত্যাচারী রাজা কৃষ্ণকুমারের আদর্শলালিত হিংস্রদের, যারা এই বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সে সময়গুলো সত্যের ও তথ্যের নিপুণ মিশেলে এতে জীবন্ত করে তুলেছেন সত্যানুসন্ধানী লেখক ড. করম হোসাইন শাহরাহি। ঐতিহাসিক উপন্যাস-সাহিত্যে একটি অভিনব দিগন্তের উদ্ভাস এ উপন্যাস।

মোট চার খণ্ডের বিশাল আকারের উপন্যাস। উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস অঙ্গনকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখক-অনুবাদ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক। তার অনুবাদে পাঠক পাবেন মূলের স্বাদ, অনবদ্য গদ্যের গতিময়তা, শব্দ ও মর্মের প্রাণোচ্ছল কলমুখরতা এবং ইতিহাসের পথ ধরে হেঁটে যাবেন একটি অনুন্মোচিত বাংলাদেশের মানচিত্রে।

আপনাকে স্বাগতম সাজানো এ উদ্যানে!

খলিফা হত্যাকাণ্ড

মূল : ড. কামিল কিলানি ও খালিদ আস-সায়িদ
অনুবাদ : ইশতিয়াক আহমাদ

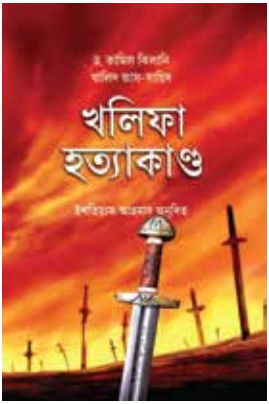

ধরন	ইতিহাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১১২
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১২০
ছাড়মূল্য	৳ ৯৬

মানব-ইতিহাসের শুরু থেকেই ক্ষমতার পালাবদলের ইতিহাসের শুরু। ক্ষমতার লোভ, আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা মানুষকে একের পর এক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করেছে। আবার কখনো ব্যক্তিগত আক্রোশ, হিংসা, চারিত্রিক দুর্বলতা এবং নারীঘটিত নানা কারণেও বিভিন্ন সময় ঘটেছে হত্যাকাণ্ড।

পত্রিকার পাতায়, অন্তর্জালের দুনিয়া বা ফেসবুকের নিউজফিড স্ক্রল করলে আজও ক্ষমতা দখল, উচ্ছেদ, ক্ষমতাচ্যুতি, অভ্যুত্থান শব্দগুলো আমাদের চোখে পড়ে।

ইসলামের ইতিহাসেও এই তালিকা কম নয়। খোলাফায়ে রাশেদিন—খলিফা উমর, উসমান, আলি, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে নিয়ে উমর ইবনে আব্দুল আজিজসহ উমাইয়া, আব্বাসি, ফাতেমি, সেলজুকি থেকে উসমানি—প্রায় সব খেলাফতের আমলেই এই ধারা চলমান ছিল।

খলিফা হত্যাকাণ্ড শিরোনামের এই বইটি মূলত ড. কামিল কিলানি রচিত 'মাসারিউল খোলাফা' এবং খালিদ আস-সায়িদ রচিত 'আশহারুল ইগতিয়াল ফিল ইসলাম' নামে দুটি বইয়ের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ। এটি মৌলিক বা সংকলিত কোনো রচনা নয়। ইসলামি খেলাফতে বিভিন্ন যুগের খলিফাদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে রচিত এ বইটিতে যে তথ্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে তা বেশ চমকপ্রদ বিষয় হলেও স্পর্শকাতর।

খলিফা হত্যাকাণ্ড উল্লিখিত মূল বই থেকে হুবহু অনুবাদ করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই বক্তব্য সহজ করার জন্য ভাবানুবাদের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। সরল গদ্যে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল বইটিতে এমন কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো বেশ স্পর্শকাতর। সেসব বর্ণনা হুবহু রেখে সে সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে বিষয়টিকে সহনীয় করার জন্য।

ইতিহাস-সন্ধানী পাঠকের ভালো লাগবে আশা করি।

ইন দ্য সিটি অব গোল্ড অ্যান্ড সিলভার
বিদ্রোহী বেগম

মূল : কানিজ মুরাদ

অনুবাদক : তানজিনা বিনতে নূর

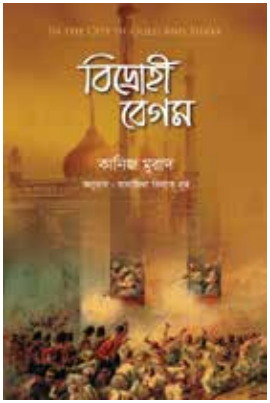

ধরন	উপন্যাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	৪০০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৬০০
ছাড়মূল্য	৳ ৩৬০

বিদ্রোহী বেগম গ্রন্থটি এমন এক মহিয়সী নারীর জীবন পাঠকের সামনে উন্মোচন করবে ইতিহাস যাঁকে বড় একটা সমাদর করেনি কখনো। তাঁর নাম হজরত মহল।

দেশবিভাগ পরবর্তী হিন্দুত্ববাদী ভারত হজরত মহলের আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আমরণ লড়াইকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনতে চায়নি আর। কারণ, তিনি ছিলেন একজন মুসলিম নারী। অথচ তাঁরই সময়কালের আরেক বিদ্রোহী ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই ভারতে পরম পূজনীয় হয়ে আসছেন শতাব্দীকাল ধরে। এ যেন নতুন আরেক আধিপত্যবাদ।

ইন দ্য সিটি অব গোল্ড অ্যান্ড সিলভার-এর লেখক কানিজ মুরাদ নিজেও একজন ভাগ্যাহত রাজকুমারী। বাবা ছিলেন বর্তমান লাহোরের বদলাপুরের রাজার উত্তরপুরুষ। তাঁর মা ছিলেন অধুনালুপ্ত উসমানি খেলাফতের প্রাক্তন সুলতান পঞ্চম মুরাদ-এর বংশধর। তাঁর মায়ের জীবনকাহিনি নিয়ে তিনি এর আগে রচনা করেছেন আরেকটি বেস্টসেলার উপন্যাস : Regards from the Dead Princess: Novel of a Life (রিগার্ড ফ্রম দ্য ডেড প্রিন্সেস : নভেল অব আ লাইফ)।

হজরত মহলকে নিয়ে বাংলাভাষায় রচনা একদমই অপ্রতুল। বাংলাভাষী মানুষের কাছে তিনি অচেনা একজন। অথচ তাঁর সংগ্রামী জীবন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে আমাদের ইতিহাসের হাজার গুলিস্তানে। *ইন দ্য সিটি অব গোল্ড অ্যান্ড সিলভার : বিদ্রোহী বেগম* গ্রন্থটি কেবল তাঁর জীবনকেই আলোকায়ন করেনি, বরং তুলে এনেছে সিপাহি বিদ্রোহের আনুপুঙ্খিক এক ধারাবর্ণনা। বিদ্রোহের সময়কার ঘটনাপঞ্জি লেখক এত সুনিপুণ ও তথ্যবহুল করে বর্ণনা করেছেন, প্রতিটি অনুচ্ছেদকে মনে হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের একেকটি দলিল।

নবপ্রকাশ বরাবরই ইতিহাসের এমন সব বই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে আগ্রহী, যেসব ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে এখনও অনুন্মোচিত। পাঠকের হাত ধরে তাঁকে দাঁড় করাতে চায় ইতিহাসের এমন এক রাজপথে, যে পথ মিশে গেছে আমাদের বর্তমান সময়পঞ্জিতে। যেন সকল ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু পাঠক স্বয়ং।

বইটি পাঠকের প্রবল ভালোবাসায় আপ্লুত হবে–এমনটাই প্রত্যাশা করি।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ

লেখক : আব্দুল্লাহ আল মাসূম

ধরন	জীবনী
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২০০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ২৬০
ছাড়মূল্য	৳ ২০৮

সময়ের প্রবল ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে কীভাবে প্রবল বিশ্বাসে দোদুল্যমান তরীর দাঁড় বাইতে হয়, উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ ছিলেন তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উমাইয়া রাজবংশের প্রতাপে মানুষ যখন ভুলতে বসেছিল খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণকাল, তিনি এসে এক ঝটকায় আবার সকলের স্মরণে সেই স্মৃতি জাগরুক করে তোলেন। ইতিহাসে তাই তাঁর নাম লেখা আছে অমর হয়ে।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ আমাদের চেতনার এক অত্যুজ্জ্বল মশাল। তাঁর জীবন আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, সৎশাসন এবং সত্যের পতাকা নির্ভয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরা মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক যুগেই এক আবশ্যিক কর্তব্য। কর্তব্য পালনের পথে শাসকের রক্তচক্ষু কিংবা সময়ের দুর্বিপাক যত তীব্রই হোক, তা উপেক্ষা করে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

তিনি উমাইয়া খেলাফতকে নববি ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু ভোগবাদে মত্ত উমাইয়া বংশের উচ্চাভিলাষী কুচক্রী মহল তাঁকে বেশিদিন ¶মতায় থাকতে দেয়নি। বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয় তাঁকে। এরপর সবকিছু আবার আগের মতো চলতে থাকে।

ওয়ালিদের পরে তাঁর আপন ভাই সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক খেলাফতের দায়িত্বে আসেন। উমর ইবনে আবদুল আজিজ তাঁর রাজদরবারের উপদেষ্টা ছিলেন। সুলাইমানের পর তাঁর কোনো উপযুক্ত পুত্র না থাকায় তিনি ওসিয়ত লিখে উমর ইবনে আবদুল আজিজকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যান। উমর ইবনে আজিজ খলিফা হওয়ার পর মুসলিম খেলাফতে সংস্কারের ঝড় বয়ে যায়। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে ফিরতে শুরু করে খেলাফত। এখান থেকেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের সূচনা।

এ মহান খলিফার জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের অতীত গৌরব এবং খেলাফতের প্রাণশক্তির আবশ্যিকতা। লেখক আব্দুল্লাহ আল মাসূম দীর্ঘ অধ্যয়ন ও গবেষণার পর রচনা করেছেন বইটি। তুলে এনেছেন ইতিহাসের অবশ্যপাঠ্য এক সত্য ইতিহাস।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ
শেষ সিপাহির রক্ত

মূল : জুরজি যায়দান

অনুবাদক : নাজমুস সাকিব

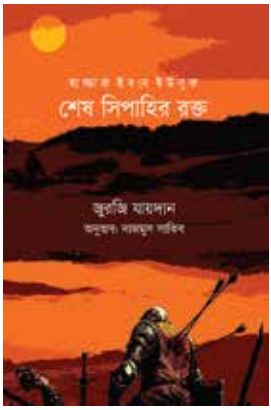

ধরন	উপন্যাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২২৪
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩০০
ছাড়মূল্য	৳ ২৪০

পৃথিবীর ইতিহাসের স্মরণযোগ্য শাসকদের কথা বলতে গেলে অবধারিতভাবে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আসসাকাফির নাম অনায়েসে সামনে চলে আসে। একসাথে ভালো এবং মন্দ–দুই ময়দানেই তাঁর মতো প্রশ্নসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয় কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তিনি ছিলেন উমাইয়া রাজবংশের বিখ্যাত শাসক। শুধু শাসকই নন, বলা যায় অন্যতম রক্ষাকর্তা। তাঁর হাতেই উমাইয়াদের শাসন স্থিতি লাভ করে। হেজাজ ও ইরাকের 'বিদ্রোহী'দের তিনি পরাজিত করেন কঠোরহস্তে। পুরস্কার হিসেবে খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাঁকে হেজাজ, ইয়েমেন ও ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

উমাইয়াদের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে খুব কঠোর ছিলেন হাজ্জাজ। দীর্ঘ শাসক-জীবনে প্রায় এক লক্ষের বেশি মানুষ তাঁর হাতে নিহত হয়। এদের মধ্যে নবীজির প্রিয় সাহাবিদের কয়েকজনও ছিলেন। অতি কঠোরতা ও মহান সাহাবিদের প্রাণ হরণ হাজ্জাজকে কলংকিত করে রেখেছে ইতিহাসে। এতে তাঁর ভালো কাজগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু তার ফিরিস্তিও অনেক লম্বা। এ গ্রন্থে আমরা দেখব হাজ্জাজের নতুন রূপ।

উমাইয়া খেলাফতের সূচনাকালের গল্প বলার পাশাপাশি লেবাননী লেখক জুরজি যায়দান এখানে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের চরিত্রের কিছু ঝলক দেখিয়েছেন পাঠককে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাস নয়। উপন্যাসে পাঠক তার উপস্থিতি টের পাবেন সামান্য মাত্র। কিন্তু পুরো উপন্যাস নির্মাণ হয়েছে তাঁকে কেন্দ্র করেই।

এ উপন্যাসটি মূলত লেখকের ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাসগুলোর একটি। উমাইয়া খেলাফতের উত্থান এবং আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের সাথে উমাইয়াদের লড়াই এই বইয়ের মূল পটভূমি। গল্পের স্বার্থে লেখক আরও কিছু ঐতিহাসিক ও কল্পিত চরিত্রকে এখানে স্থান দিয়েছেন। সেই চরিত্ররাই উপন্যাসের মূল অনুঘটক।

ইতিহাসের অন্যতম সময়ের সবচে বড় ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের ক্ষমতার পালাবদল, প্রিয়নবির প্রিয় এক সহচরের অসীম বীরত্ব ও শাহাদাত, একজন স্বৈরশাসক এবং সে যুগের একজোড়া তরুণ ও তরুণীর ভালোবাসায় তার অনুপ্রবেশ–সব মিলিয়ে স্বল্প কলেবরের এই *হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ : শেষ সিপাহির রক্ত* সত্যিই উপন্যাসের চেয়ে বেশিকিছু।

মক্কা শহরে ছদ্মবেশী এক খ্রিষ্টানের দিনলিপি

মূল : জুলেস জার্ভিস কোর্তেলোমো
অনুবাদ : ইশতিয়াক আহমাদ

মক্কা শহরে ছদ্মবেশী এক খ্রিষ্টানের দিনলিপি বইটি নানা কারণে ইসলামি ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। একদিক থেকে বইটি তুলে এনেছে আজ থেকে শত বছর আগের মক্কা নগরীকে, তেমনি তুলে ধরেছে সে সময়কার আরবীয় জীবনের অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহকে। তখনকার হজযাত্রা কীভাবে হতো, কেমন কষ্টকর ছিল হাজিদের হজগমন, মসজিদে হারাম এবং মক্কা নগরী কীভাবে আপ্যায়ণ করতো আগত হাজিদের–এমন সব বিষয় আনুপুঙ্খিকভাবে বিবৃত হয়েছে এ বইয়ে।

লেখক জুলেস জার্ভিস কোর্তেলোমো ছিলেন একজন ফরাসি আলোকচিত্রী (ফটোগ্রাফার)। আলোকচিত্রশিল্প তখন কেবল আবিষ্কৃত হয়েছে পশ্চিমা পৃথিবীতে। মানুষ তখনও এ শিল্প সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিফহাল ছিল না। বিশেষত আরবের মানুষ এ বিজ্ঞান সম্পর্কে ছিল একেবারেই বেখবর। এ কারণে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার জন্য আরবে তখন ছবি তোলা রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু আলোকচিত্রী কোর্তেলোমোর ইচ্ছা ছিল, তিনি প্রথম আলোকচিত্রী হিসেবে এই পুণ্যময় নগরী ও মসজিদে হারামের ছবি তুলবেন। এ কারণেই ছদ্মবেশে তার মক্কাগমন।

অবশ্য এর পেছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে তার পূর্বেকার জীবনের নানা ঘটনা। শৈশবেই তিনি মাতৃভূমি ফ্রান্স থেকে মা-বাবার সঙ্গে পাড়ি জমান আলজেরিয়ায়। শৈশব-কৈশোর এবং তারুণ্যের অনেকটা সময় তিনি বসবাস করেন সেখানে। ফলে সেখানকার মুসলিম ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং সংস্কৃতি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের ফলেই তিনি দুঃসাহসী অভিযাত্রার সংকল্প করেন এবং অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা পাড়ি দিয়ে তিনি তার সংকল্প সফল করতে সক্ষম হন। এ বই তার সে দুঃসাহসী অভিযাত্রারই আত্মবয়ান।

ধরন	দিনলিপি
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১২৮
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১৬০
ছাড়মূল্য	৳ ১২৮

গল্প বলি ফিলিস্তিনের

লেখক : হামমাদ রাগিব

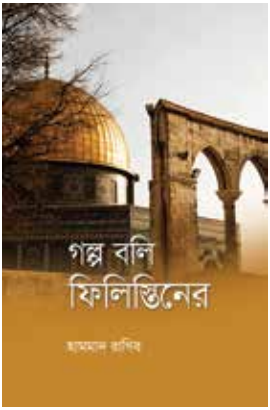

ধরন	গল্প
বাঁধাই	পেপারব্যাক
পৃষ্ঠাসংখ্যা	৮০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১২০
ছাড়মূল্য	৳ ৭২

আল-কুদস। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি। মুসলমানদের প্রাণের শহর। প্রথম কেবলার শহর। ইহুদি আর খ্রিষ্টানদের ভালোবাসাও প্রোথিত আছে এই শহরে। তিন ধর্মের তীর্থ শহর এই আল-কুদস। জেরুজালেম।

নবী দাউদ, নবী সুলায়মান আলায়হিমাস সালাম–পিতা-পুত্র দুই নবী শাসন করে গেছেন এ শহর। এ শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নবী ঈসা আলায়হিস সালামের কত স্মৃতি! আরও অনেক নবীর পুণ্যস্মৃতি!

আমাদের নবীজির মেরাজ এই ভূমি থেকেই শুরু হয়েছিল। মেরাজ রজনীর বাহন বোরাকের পদধূলি মিশে আছে এই শহরের বালুকণায়।

ফিলিস্তিনে মুসলিমদের উত্থান-পতনের ইতিহাস গল্পে গল্পে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে। সেই সঙ্গে ফিলিস্তিনি কয়েকজন বীরের আত্মদানের গল্পও সংযুক্ত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে এক বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে জবরদখল করা হয় ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি। আর এর মধ্য দিয়েই মুসলমানদের ভালোবাসার শহর পবিত্র আল-কুদসে ইহুদিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনি মুসলমানরা হয় চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার। সেই বঞ্চনা আর না পাওয়ার হাহাকারে আজও ভারী হয়ে আছে ফিলিস্তিনের আকাশ। এর ভেতরে পৃথিবীর রূপ-বৈচিত্র্যে কত পরিবর্তন এসেছে, জর্ডান নদীতে কলকল রব তুলে গড়িয়েছে কত জল, কিন্তু হতভাগ্য আল-কুদস আর ফিলিস্তিনের মানুষের ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। জুলুম, নির্যাতন আর পরাধীনতার গ্লানিতে আজও তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত।

তাই বলে যে তারা থেমে আছে, এমন নয়। তাদের সংগ্রাম আর প্রতিরোধ চলমান। বঞ্চনার আগুনে পুড়তে পুড়তে তাদের কেউ কেউ হঠাৎ জ্বলে ওঠে। আর পৃথিবী অবাক হয়ে দেখে প্রতিবাদের অভিনব ভাষা এবং স্বরূপের আগুন-মূর্তি।

পাঠক এক চুমুকে পুরো ফিলিস্তিনকে সংক্ষেপে পাঠ করে নিতে পারবেন, আশা করি।

বদরের বীর

লেখক: সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

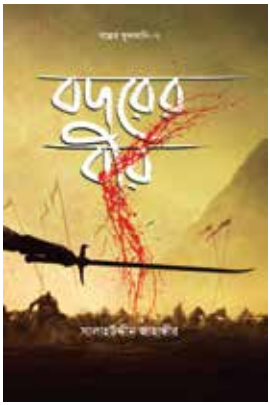

ধরন	গল্প
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠা	১৬০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ২০০
ছাড়মূল্য	৳ ১২০

ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিমূর্ত গল্পগুচ্ছের অনবদ্য সংকলন বদরের বীর। অতীত ও বর্তমান একই মলাটে পেখম মেলেছে অপূর্ব বিন্যাসে, সাবলীল শব্দ-তরঙ্গে ও গল্পের অভিনবত্বে। *বদরের বীর*—বইয়ের প্রথম গল্পের শিরোনাম। ছোটগল্প হলেও এর অনুপম গদ্যশৈলী যোগায় জীবন্ত উপন্যাসের স্বাদ।

ইসলামি ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধের প্রথম শহীদের গল্পের সাথে পাঠক পরিচিত হবেন সম্পূর্ণ নবঅবয়বে। 'ইস্পাহানের সাহাবা' গল্পে শিহরিত করবে সত্যের সন্ধানে একজন সালমান ফারসির সুদীর্ঘ আড়াইশত বছরের রোমাঞ্চকর জীবন-বিবরণ।

ইতিহাস থেকে তুলে আনা সতেরোটি গল্পই স্পর্শ করে যায় বর্তমান মুসলমান ও মানুষের যাপিত জীবন। 'ক্রীতদাস-পুত্র'-এ বিবৃত হয়েছে ভাগ্যহারা কিশোর জায়িদের আনন্দঘেরা জীবনালেখ্য, মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ বাহাদুর শাহ জাফরের বেদনভরা দিনগুলো উঠে এসেছে 'শেষ সম্রাট' গল্পে। দুর্ভাগ্যচক্রে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী সুহাইব রুমির জীবনের নানা বাঁক পরিবর্তন সবাক চিত্রে ফুটে উঠেছে 'ভিনদেশি সওদাগর' গল্পে। 'ইয়ামামার বাজপাখি' বীরত্ব ও শৌর্যের শিহরণ ছড়িয়ে দেয় শরীরের শিরায় শিরায়। দুর্ধর্ষ মঙ্গোল বীর চেঙ্গিস খানের অনেক অজানা কাহিনি, মধ্যএশিয়া আফগানিস্তান ইরান ইরাক মিসর তুর্কিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলে লাখ লাখ মুসলিম হত্যার নেপথ্যগল্প, হালাকু খাঁর দুনিয়া হালাক করা প্রমত্ত যুদ্ধ, রাজ্যহারা অস্তিত্ব বিলীয়মান মুসলমানদের ঘুরে দাঁড়ানো বিপ্লবের রহস্যকথা, মঙ্গোলবীর তৈমুর লঙের ইসলামগ্রহণ ও তার হাতে দশ লক্ষাধিক মানুষের ইসলামগ্রহণের অনালোচিত ইতিহাস গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে।

ইসলামি ইতিহাসের অমূল্য গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের পোশাকে উপস্থিত করেছেন ইতিহাস গবেষক ও নন্দিত লেখক কবি সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর। কবিত্বপূর্ণ ভাবকল্পের মিশেলে রচিত সাবলীল গদ্যশৈলীর কারণে ইতিমধ্যেই অর্জন করেছেন তুমুল পাঠকপ্রিয়তা। অজানা ইতিহাসের সহজিয়া বয়ান তার আবেদন সৃষ্টি করেছে আরো বহুগুণ বেশি। বইটির পাঠে আপনিও মিশে যাবেন ইতিহাসের রোমাঞ্চকর শোভাযাত্রায়।

শ্যারন অ্যান্ড মাই মাদার ইন ল
রামাল্লা থেকে বলছি

মূল : সুয়াদ আমিরি

অনুবাদক : নাবিলা আফরোজ জান্নাত

ধরন	দিনলিপি
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১৭৬
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩০০
ছাড়মূল্য	৳ ১৮০

প্রতিটি দিন কীভাবে কাটে ফিলিস্তিনে বসবাসরত মানুষের? প্রতিদিন ধরপাকড়, বুলডোজার, রকেট হামলা, মৃত্যুর মিছিল, লাশ নিয়ে প্রতিবাদী মানুষের ঢল—এসব নিত্যঘটনার আড়ালে একটা জীবন তো তাদের আছে। যে জীবনে খাওয়া-পরার জন্য ভাবতে হয়, কাপড় পরিষ্কার থেকে শুরু করে ঘরদোর ঝাড়-মোছ করা, বিয়ে-সন্তান-ভালোবাসা; ধ্বসে পড়া দালানের নিচ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে হয় খাবারের দোকানের সামনে—কিছুক্ষণ পরই শুরু হয়ে যাবে কারফিউ।

ফিলিস্তিনে এই জীবনটা কেমন?

ফিলিস্তিনি লেখিকা সুয়াদ আমিরি রামাল্লা শহরতলীর এক পুরোনো দালানের জানালা দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন ফিলিস্তিনের সেই জীবন, যা আমরা কল্পনা করতে কোশেশ করি। সংগ্রামরত ফিলিস্তিনের বিক্ষুব্ধ একটা সময়কে তিনি মলাটবদ্ধ করেছেন তাঁর ডায়েরির পাতায়। তিনি নিজে সেই সময়ের কেবল একজন সাক্ষীই নন, তিনি ইসরাইলি তাণ্ডবের বিরুদ্ধে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকা এক অকুতোভয় যোদ্ধাও; পাঠকমাত্রই যার পরিচয় পাবেন বইয়ের অন্দরে।

সুয়াদ আমিরির জীবনের আনন্দ-কান্নার গল্পগুলো তিনি লিখেছেন সহজ-সরল করে। বেশ বিপজ্জনক মুহূর্তেও তিনি স্বাভাবিক, হাসিঠাট্টা করেন, সে বর্ণনাও এসেছে বইয়ে। অথচ তাতে করে ইসরাইলিদের অত্যাচার অনুভব করা কঠিন হয়ে যায়নি মোটেও।

লেখিকার বয়ান—

‘(১৭ নভেম্বর ২০০১ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২) সময়টায় আমি এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশ লিখেছি, যুদ্ধদিনের দিনলিপি। সেই সময় ডায়েরি লেখা আমার জন্য থেরাপির কাজ করতো। সন্ধ্যার পর আমি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে মেইল করতে বসতাম। এই ভয়ানক সময়টাতে আমি কীভাবে বেঁচে আছি, সেটা জানতে ওরা উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করতো। শ্যারন আর আমার শাশুড়ি মিলে যেই সমস্যাগুলো তৈরি করতো, সেগুলোর মানসিক যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য লেখাটা ছিল একটা উপায়। বিব্রতবোধ করতে করতে কাছের বন্ধুদের আমি সেসব বলা শুরু করলাম।’

কীর্তিমানদের ছেলেবেলা

মূল : মুহাম্মদ মুনশি কিন্দিল

অনুবাদক : ফারুক আজম

ধরন	গল্প
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১১২
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১২০
ছাড়মূল্য	৳ ৯৬

যারা কালোত্তীর্ণ, যারা কীর্তিমান–যুগে যুগে সেই সব মানুষের বন্দনা গাওয়া হয়েছে। লেখা হয়েছে কীর্তিগাথা। কাল পেরিয়ে মহাকালের পটে লেখা হয়েছে তাদের নাম। অক্ষয় হয়েছে তাদের কীর্তি। তাদের জীবনের নানা কাহিনী বিবৃত হয়েছে মানুষের মুখে মুখে।

তেমনই কিছু দীপ্তিমান ক্ষণজন্মা মনীষীর জীবনের নানা দিক নিয়ে লেখা হয়েছে এ বই। তাদের বেড়ে উঠার গল্প বলা হয়েছে। হালকা মেজাজে। পরিশীলিত ঢংয়ে। পাঠক গল্পের আবেশে হারিয়ে যাবে। মুগ্ধতা নিয়ে পাঠ শেষ করবে। তারই ফাঁকে জানা হয়ে যাবে কিছু অসামান্য মানুষের কিংবদন্তিতুল্য জীবনকাহিনি। সেই জীবনের নানা বাঁক, নানা দিক। যার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে ত্যাগের ইতিহাস। আত্মদানের লোমহর্ষক বর্ণনা। প্রচেষ্টা ও উদ্যমের গল্প।

তাদের কেউ কেউ দেশমাতৃকার তরে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আবার কেউ কেউ জ্ঞান সাধনার জন্য জীবন বাজি রেখেছেন। কেউবা লক্ষ্যপানে ছিলেন অবিচল। অন্তহীন ছুটে চলেছেন। তীরহারা ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দিয়েছেন। কঠিন বিপদের মুখেও নিজের স্বপ্ন ও লক্ষ্য তাড়া করেছে তাদের। এক সময় সফলতা এসে তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে–এমনই নানা মানুষের নানা কথা ছড়িয়ে আছে এই বইয়ের পাতায় পাতায়। যা আপনাকে ভাবাবে, আকুল করবে। অজান্তেই নিজের মাঝে বড় হওয়ার স্বপ্নের বীজ বুনে যাবে। বিকশিত ও সফল জীবনের হাতছানি দিবে। এসো, এখানে এসো, এখানে জীবনের জন্মসংগীত গাওয়া হয়।

পাঠক গল্পগুলো পাঠ করে যারপরনাই অবাক হবেন। কেননা আমরা এতদিন যেসব কীর্তিমানের নাম শুনে এসেছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে যাদের স্মরণ করেছি, লেখক সাগরের বুকে মুক্তো তালাশের মতো তাদের জীবনের সুন্দর একটা মুহূর্ত তুলে এনেছেন। যে মুহূর্ত তাঁকে পরবর্তী জীবনে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

ইবনে জাহেজ, ইবনে হাইসাম, আল বিরুনি, ইবনে হাইয়্যান, আল হামাভি–এমন মহান পুরুষদের শৈশবের গল্প যতটা চিত্তাকর্ষক, তার চেয়েও দরকারি হলো শৈশবে তাদের বেড়ে উঠার শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়া। লেখক তাঁর বইয়ে গল্প বলতে গিয়ে ঠিক সে কাজটিই করেছেন।

হামজার খুনি

মূল : নাজিব কিলানি
অনুবাদক : নাজমুল হক সাকিব

ধরন	উপন্যাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২২৪
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩৫০
ছাড়মূল্য	৳ ২১০

নবীজি (সা.) যখন মক্কায় প্রথম প্রথম ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন, মক্কার পৌত্তলিকরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। ঠিক এ সময়ে নবীজির পাশে এসে দাঁড়ান মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তাঁর চাচা হামজা (রাদি.)। শুধু পাশেই দাঁড়ালেন না, তিনি নবীজি ও ইসলামের সত্যায়ন করে কালেমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলেন।

সুতরাং উহুদের যুদ্ধে নবীজির অন্যতম অভয়াশ্রয় হামজার শাহাদাত তাঁকে নিদারুণ ব্যথিত করে। তিনি উহুদের প্রান্তরে হামজার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঘোষণা করেন, হামজার হত্যাকারীকে কখনো ক্ষমা করা হবে না। যেখানেই তাকে পাওয়া যাবে সেখানেই তাকে হত্যা করা হবে।

এই হত্যাকারীর নাম ছিল ওয়াহশি। মক্কার কুরাইশনেতা জুবাইর ইবনে মুতইমের ক্রীতদাস। খুনি ওয়াহশির জীবনের ক্রন্দন আর যাতনা নিয়ে রচিত হয়ে অনবদ্য এক উপন্যাস : *হামজার খুনি*!

ওয়াহশি মক্কার কুরাইশনেতা জুবাইর ইবনে মুতইমের ক্রীতদাস। দাসের জীবন নিয়ে অপদস্থ ওয়াহশি দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য ছিল বেপরোয়া। বদর যুদ্ধের পর তার মনিব জুবাইর এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার সামনে এক লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করে। আগামী যুদ্ধে যদি সে হামজাকে হত্যা করতে পারে তবে সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং সঙ্গে পাবে আরও নানা অর্থ-সম্পদ। ওয়াহশি সে প্রস্তাব লুফে নেয় এবং উহুদের প্রান্তরে পেছন থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে হামজাকে হত্যা করে।

কিন্তু ওয়াহশির পরবর্তী জীবন কীভাবে কাটে? দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে সে কি সুখী হয়েছিল? স্বাধীন মানুষ হিসেবে সে কি সত্যিকারভাবে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল মক্কার মানুষের কাছে? তার প্রেমিকা, যার জন্য সে সবকিছু তুচ্ছ করতে পারতো, সে কি অবশেষে একান্ত তার হয়েছিল? ওয়াহশি কি একদিনও ঘুমাতে পেরেছিল তৃপ্তির ঘুম?

এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে রচিত দারুণ এক কাহিনিকাব্য নাজিব কিলানির বিখ্যাত উপন্যাস 'কাতিলু হামজা'–*হামজার খুনি*।

ঐশী বিচার

মূল : মাহমুদ শিত খাত্তাব
অনুবাদক : মাহফুযুর রহমান

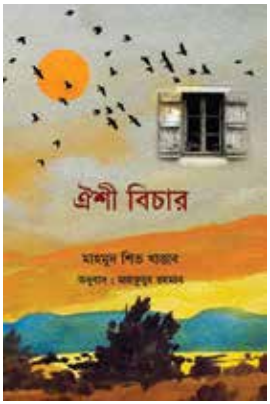

ধরন গল্প
বাঁধাই হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০২
মুদ্রিত মূল্য ৳ ১২০
ছাড়মূল্য ৳ ৯৬

ইরাকি লেখক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ শিত খাত্তাব আমাদের কাছে অপরিচিত নন। এর আগে নবপ্রকাশ থেকে *আসমানি আদালত* নামে লেখকের আরেকটি বই অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে। বইটি পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *ঐশী বিচার*।

গল্পকার হিসেবে মাহমুদ খাত্তাবের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে গল্পের মোড়ক পরিয়ে পাঠকের সামনে হাজির করেন। গ্রন্থের সবগুলো গল্পই তাঁর জীবনঘনিষ্ঠ। তিনি যেসব ঘটনা শুনেছেন, যে বিষয় সম্পর্কে জেনেছেন কিংবা বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন—এমন সব ঘটনা ও বিষয়কে তিনি গল্পের আদলে নিয়ে এসে উপস্থাপন করেন বাঙময় ভাষায়।

তাঁর গল্পের অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি শুধু বাস্তব জীবনের ঘটনা তুলেই ক্ষান্ত হন না, বরং প্রতিটি গল্পের ভেতর দিয়ে তিনি পাঠককে শিক্ষা দেন কোনো না কোনো আবশ্যিক শিক্ষণীয় পাঠ। সমাজের অনেক অনাচার, চারিত্রিক অনেক স্খলন, ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য অহিতকর বিষয়গুলো তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন পাঠকের চোখের সামনে। ফলে, তাঁর বলা গল্পগুলো আমাদের জন্য সবসময় পাঠ্য। তাঁর গল্পের আবেদন কখনো ফুরোবার নয়।

নবপ্রকাশ এ ধরনের শিক্ষণীয় ও সমাজহিতৈষী গল্প ও গ্রন্থ প্রকাশে বদ্ধপরিকর। পশ্চিমাদের কুরুচিপূর্ণ ও যৌনতাসর্বস্ব গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের তরুণ পাঠকদের মস্তিষ্কে যে বিকৃতি প্রবেশ করানো হচ্ছে, তার প্রভাব পড়ছে আমাদের পুরো তরুণসমাজের ওপর। এতে করে নষ্ট হচ্ছে পরিবার, সমাজ এবং দেশ-জাতি। অন্তর্গতভাবে আমরা পরিণত হচ্ছি একটি অন্তঃসারশূন্য মেধাহীন জাতিতে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই আমরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত জাতিতে পরিণত হবো—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এসব বিবেচনায় রেখে ইরাকি গল্পকার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ শিত খাত্তাব গত শতকে বেশ কিছু গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। বইগুলো সে সময় পাঠকমহলে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় এবং ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে।

বক্ষ্যমাণ বইটি লেখকের রচিত আরবি 'তাদাবিরুল ক্বাদ্‌র' গল্পগ্রন্থের বাংলা রূপায়ন।

ইতিহাসের জানালা

লেখক: সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

ধরন	ইতিহাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১৬৮
মুদ্রিত মূল্য	৳ ২২০
ছাড়মূল্য	৳ ১৩২

ইতিহাসের সমুদ্রতল থেকে তুলে আনা মান্না পান্না হীরা মুক্তো অমূল্য কড়ি ও নুড়ির সমাহার ইতিহাসের জানালা। মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ অভিযাত্রার বাঁকে বাঁকে গেঁথে থাকা অনেক অনুদ্ঘাটিত রহস্যের অনুসন্ধান এতে গ্রন্থিত হয়েছে। ছোট ছোট অনেক ইতিহাসের সমন্বিত পাঠে অনন্য এক স্বাদে সমৃদ্ধ হবেন পাঠক। নিকট অতীত, সুদূর অতীত, প্রাগৈতিহাসিককাল, ইতিহাসের বিচিত্র মোড়ের ব্যক্তি, স্থান, ঘটনা, যুদ্ধ, বিজয়, বেদনা, অনেক ঘটনার অন্তরালে ঘটে যাওয়া অজানা সত্য, অতীতের হারিয়ে যাওয়া রহস্যকাহিনি, ধ্রুব বর্তমান—সব এক মলাটে একত্র হয়েছে শৈল্পিক বিন্যাসে।

ইউরোপ-আরবের যুদ্ধ ইতিহাসে লায়ন অব ডেজার্ট বলে খ্যাত ওমর আলমুখতারের গেরিলাযুদ্ধ, লায়লা খালিদের দুঃসাহসিক বিমান ছিনতাই, আসাম ম্যাসাকারে নিহত ৬০০০ বাঙালি, চিরস্মরণীয় রেশমি রুমাল আন্দোলন, শাহবাগের ইতিহাস, ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেপথ্যকথা, প্রাচীন মিসরের রহস্যঘেরা মমি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, এডলফ হিটলার ও নাৎসিবাহিনী, বাগদাদে তাতার তাণ্ডবের রোমহর্ষক কাহিনি, আকাশজয়ের ইতিবৃত্ত, লর্ড ক্লাইভের করুণ মৃত্যু, মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা ও রিচার্ড নিক্সনের আঁতাত ও আরো অনেক ইতিহাসের চারুপাঠ এতে সমুপস্থিত।

ইতিহাসের অনেক হাসি-কান্নার ধারাবিবরণী ডানা মেলেছে *ইতিহাসের জানালা* বইটিতে। বিভিন্ন সূত্র ও দলিলের আলোকে রচিত গ্রন্থটি সুখপাঠ্য ঝরঝরে ও মসৃণ। একটি গ্রন্থে বিশ্বইতিহাসের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে এনেছেন ইতিহাসসন্ধানী লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর।

সাবলীল গদ্যে রচিত গ্রন্থটির পাঠে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না, বরং নদীর স্রোতের মতো তরতর এগিয়ে নিয়ে চলে অজানা সব কৌতূহলের সন্ধানে। ইতিহাস বিচারে গ্রন্থটি রেফারেন্সের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম নির্দ্বিধায়। এ কেবল এক ইতিহাস গ্রন্থ নয়, ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের অভিনব সংযোজনা।

ইলমে হাদিসের বরেণ্য নক্ষত্র
সুফিয়ান আস-সাওরি

মূল : আবদুল হালিম মাহমুদ

অনুবাদক : আব্দুল্লাহ আল মাসুম

ধরন	জীবনী
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১১৮
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১২০
ছাড়মূল্য	৳ ৯৬

হাদিসচর্চা, হাদিস সংকলন এবং হাদিসের সংরক্ষণ ইসলামের অন্যতম শাস্ত্রজ্ঞান। নবীজির যুগ থেকে শুরু করে প্রতিটি যুগেই সময়ের অসংখ্য বিদ্বানব্যক্তি হাদিসের খেদমত করে গেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আজও রাসুলের হাদিস আমাদের কাছে সুরক্ষিত ও অপরিবর্তনীয় হয়ে আছে।

হাদিস জানার সাথে সাথে হাদিসশাস্ত্রের মনীষীদের সম্পর্কেও ধারণা থাকা আবশ্যক। অন্যথায় ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান উৎস–হাদিসের বিশাল এক ভান্ডার যেন অধরাই রয়ে যায়। হাদিসের বর্ণনাকারী সম্পর্কে জানা থাকলে তা হাদিসের সাথে আমাদের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করে।

এমনই এক বিদ্বান ছিলেন ইরাকের বসরা নগরীর বাসিন্দা আবু আব্দুল্লাহ সুফিয়ান আস-সাওরি রহ.।

হাদিসের ছাত্র ও গবেষকদের কাছে নামটি অত্যন্ত পরিচিত। বিশেষ করে হাদিসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুনানে তিরমিজি'তে তাঁর নাম বহুবার এসেছে। ব্যক্তিজীবনে তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ও প্রচারবিমুখ ব্যক্তি হিসেবে সুবিদিত ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁর আপোষহীনতা সে যুগে প্রবাদতুল্য। সত্য বলতে শাসকদেরও তিনি কখনো ছাড় দেননি। ইলমে হাদিসে তাঁর পারদর্শিতার চেয়ে হাদিসের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ভালোবাসা ছিল আরও অধিক।

আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁকে নিয়ে রচিত জীবনী গ্রন্থের সরল অনুবাদ। মিসরের প্রখ্যাত গবেষক শায়খ ড. আবদুল হালিম মাহমুদ 'আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস সুফিয়ান আস-সাওরি' নামের গ্রন্থটিতে লেখক সুফিয়ান সাওরিকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন মনে হবে, তিনি এখনও আমাদের সামনে সমাসীন।

বাংলাভাষী পাঠকের কাছে হাদিসের নানাবিধ চর্চা বিদ্যমান থাকলেও হাদিস বর্ণনাকারী মনীষীদের জীবনী সংক্রান্ত বই কিংবা তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আরবি ভাষায় এ বিষয়ে অনেক রচনাসম্ভার থাকলেও বাংলা ভাষায় রচনার জগতে এ জায়গাটি এখনো অধরা রয়ে গেছে।

আশা করি এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইলমে হাদিসের বরেণ্য নক্ষত্র সুফিয়ান সাওরির জীবনকে নতুন আলোয় দেখার সুযোগ পাবেন সকল পাঠক।

আসমানি আদালত

মূল : মাহমুদ শিত খাত্তাব
অনুবাদক : লাবীব আব্দুল্লাহ

ধরন	গল্প
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	৮৮
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১২০
ছাড়মূল্য	৳ ৭২

'আদালাতুস সামা' একটি আরবি ছোটগল্প সংকলন। মূল লেখক মাহমুদ শিত খাত্তাব। তিনি ইরাকি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। আদালাতুস সামার অনুবাদই আসমানি আদালত।

লেখক মাহমুদ শিত খাত্তাব আদালাতুস সামা বইয়ে নিজের জীবনে দেখা বাস্তব কাহিনীগুলো গল্পে রূপায়ণ করেছেন সাবলীল ভাষায়। নাটকীয়তা আছে গল্পে। কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। পরে কী হবে—গল্পপাঠ শেষ না করলে তা বলা মুশকিল। এমনই স্বাদু করে লিখেছেন তিনি প্রতিটি গল্প। লেখক-অনুবাদক লাবীব আব্দুল্লাহ মায়াময় কলমে সেগুলো ভাষান্তর করেছেন।

এগারোটি গল্প নিয়ে বইটি। প্রতিটি গল্প জীবনঘনিষ্ঠ। বাস্তবতাকে উপজীব্য করে লেখক গল্পের আঙ্গিকে লিখেছেন নিজের অভিজ্ঞতা। আমাদের চলমান জীবনে হর-হামেশা ঘটে এসব গল্প। পড়ে মনে হবে–

গল্পগুলো গল্প নয় জীবন। জীবনের গল্প। শিক্ষণীয়। দৃষ্টান্তমূলক। এ গল্পগুলো জীবন বিনির্মাণ করবে, বিধ্বস্ত নয়। গল্পগুলো ঈমান জাগানিয়া এবং শিক্ষণীয়। ইংরেজি, তুর্কি, উর্দু, ফার্সি ভাষাসহ আরও বেশ কয়েকটি ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। বাংলাভাষী পাঠকের জন্য এ বই এক অনন্য মুগ্ধতা।

গল্পগুলো সাদামাটা ভাষায় জটিল দর্শনের চিত্রায়ন।

কিছুটা রোমাঞ্চকর। তবে ছোটগল্পের সব শৈল্পিকগুণের অভাব অনুভব হবে না আশা করি। আমাদের জীবনে দেখা বা ঘটে যাওয়া গল্পের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে বাস্তবধর্মী এ গল্পগুলোতে।

আদালাতুস সামা থেকে *আসমানি আদালত*। গল্পগুলো নিয়ে এককথার অভিমত : প্রতিটি গল্প শিক্ষণীয়। গল্পের মধ্যে অযথা বাক্যালাপ নেই। অনর্থক শব্দের বাহুল্য নেই। প্রাঞ্জল ও গতিময় গদ্যে পাঠককে তুলে নিয়ে যাবে ইরাকের নাম না জানা কোনো শহরে।

প্রিয় প্রেয়সী নারী

লেখক : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

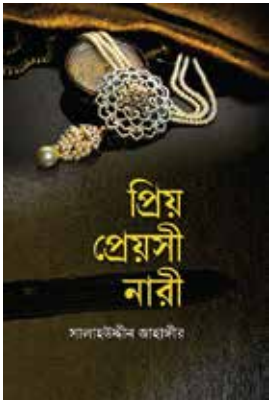

ধরন	আত্মোন্নয়ন
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১৫৫
মুদ্রিত মূল্য	৳ ২২০
ছাড়মূল্য	৳ ১৩২

নারী ছোট পোশাক পরে বাইরে বেরুলে সেটাকেই আমরা নারীমুক্তি বলব? নারী পুরুষের সঙ্গে একই টেবিলে বসে কাজ করলে সেটাকেই আমরা নারী অধিকার বলে প্রসন্ন হব? নারীকে প্রকাশ্য প্রসাধন মাখিয়ে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করলে তবেই কি সে পুরুষের সমান অধিকারী হয়েছে বলে ধরে নেব?

এ এক অদ্ভুত স্লোগান কাঁধে নিয়ে ঘুরছি আমরা। নারীর নারীত্বের অধিকারের কথা বলে তাকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করছি পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসেবে। তাকে পণ্য বানিয়ে তুলে দেয়া হচ্ছে আধুনিক দাসবাজারে। দাসবাজারের নিলামে দরদাম হচ্ছে তার রূপ, শরীর, ত্বকের কমনীয়তা। মিডিয়া, শোবিজ, মডেলিং, পণ্যবাজার, বিউটি ইন্ড্রাস্ট্রি, সোস্যাল নেটওয়ার্ক, প্রতিযোগিতাময় পৃথিবী প্রতিদিন নারীকে ঠেলে দিচ্ছে পুরুষের কামনাতাড়িত চোখের সামনে। আধুনিক পৃথিবীতে এ এক নব্য দাসপ্রথা।

বাস্তবতা কি এর থেকে ভিন্ন? এ গ্রন্থে লেখক এমন সত্য বাস্তবতাকেই তুলের ধরার চেষ্টা করেছেন বারবার। এ গ্রন্থ সমাজের প্রত্যেক নারীকে একজন সত্যিকারের নারী হিসেবে সজ্জিত করার প্রেয়সী প্রয়াস। ইসলামের ঐশ্বরিক নির্দেশনায় নারীকে ভূষিত করা হয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত উচ্চাসনে। তাকে দেখানো হয়েছে সত্যিকারের নারী অধিকারের সুরম্য রাজপথ।

এ গ্রন্থ কেবল একমুখী কোনো আলোচনা নয়, বর্তমান পৃথিবী এবং আমাদের সমাজে নারীর প্রতি অবিচার ও অসম্মানের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে পৃথক পৃথক নিবন্ধে। নারী, তার সমাজ, তার সংসার, তার ব্যক্তিত্ব এবং পুরো পৃথিবীর নারী উৎপীড়নের বহুবিধ অজানা উপাখ্যান উন্মোচন করা হয়েছে দরদি কলমে।

তবুও আমরা মুসলমান

লেখক : তামীম রায়হান

ধরন	প্রবন্ধ
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১৯৪
মুদ্রিত মূল্য	৳ ২৬০
ছাড়মূল্য	৳ ১৭০

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম। মানবজীবনের সব শাখায় এবং সব ধারায় ইসলামের শেখানো বিধান এবং আদর্শ চিরশ্রেষ্ঠ। যুগের আবর্তন কিংবা স্থান ও পাত্রের পরিবর্তন ইসলামের পূর্ণতাকে কোনোদিন অসম্পূর্ণ প্রমাণ করতে পারেনি। ইসলাম তাই জগতবাসীর জন্য চিরকালের সুন্দর ও সার্বজনীন একটি জীবনবিধান।

আজ বিশ্বময় ইসলাম সম্পর্কে যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ির প্রবণতা, এর মূলে রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত জানাশোনার অভাব। আমরা মুসলমান দাবি করে যা করছি তা আদৌ ইসলামের পূর্ণ রূপ কি-না, সেটি ভেবে দেখারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। অন্যের কাছ থেকে শোনা কিংবা অন্যদের দেখা অথবা নিজের স্বার্থ ও সুবিধামতো মনগড়া যে জীবনপদ্ধতি আমরা লালন করি, অনেকক্ষেত্রে এটাই ইসলাম বলে আমরা দাবি করি।

ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের এমন কিছু বিষয় নিয়ে সাদামাটা দৃষ্টিতে সাধারণ ভাষায় ইসলামের নির্দেশনা এবং সে আলোকে আমাদের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরে এই বইটি লেখা। এতে স্থান পাওয়া প্রবন্ধগুলোর বেশকিছু বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং নানা অনলাইনমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে পাঠকদের বিপুল সাড়া এবং সমর্থন আমাকে মলাটবদ্ধ বই হিসেবে সেসব প্রকাশে সাহস যুগিয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে আমার নিজস্ব পড়াশোনা এবং শেখা ও অনুভব থেকেই এ প্রবন্ধসমগ্রের অবয়ব নির্মিত হয়েছে।

ইসলাম নিয়ে আমাদের চিন্তার দৈন্যতা, বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনর্জাগরণ, আমাদের পূর্বসূরিদের দেখানো ইসলামি বিপ্লবের শানিত পথ, আরববিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা, নির্যাতিত জনপদের অন্তরালের কান্না, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশ্মিরের মানুষের সংগ্রামী লড়াই... এমন আরও অনেক সমাজ বিপ্লবের দরদি লেখায় সাজানো হয়েছে বইটি।

লাভ ইন হিজাব

মূল : শেলিনা জাহরা জান মোহাম্মদ
অনুবাদক : নাজমুস সাকিব

ধরন	উপন্যাস
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	২৪০
মুদ্রিত মূল্য	৳ ৩২০
ছাড়মূল্য	৳ ২৫৬

ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মুসলিম তরুণী। তার বিয়ে হবে। বিয়ের আগে আর দশজন মুসলিম তরুণীর মতো তার মনেও আচমকা ডানা মেলতে শুরু করে হাজারও স্বপ্ন। স্বপ্ন বুনে নিজের আরাধ্য হবু স্বামীকে নিয়ে–কেমন সে স্বপ্নের পুরুষটি? ছোট একটি ঘর আর এক টুকরো সংসারের স্বপ্ন দেখে মেয়েটি।

দুরু দুরু বুক আর অবিন্যস্ত পা নিয়ে শুরু হয় তার নতুন এক পথচলা, গড়তে থাকে নতুন এক পৃথিবী। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে যেমনটা আমরা দেখে থাকি, মেয়েটির উপলব্ধি তার থেকে ভিন্ন নয়।

পাশ্চাত্যের ঝলমলে ইউরোপীয় শহর লন্ডনে বেড়ে ওঠা মেয়েটি সেখানে আবিষ্কার করে আরেক পৃথিবী। নানা জাতি আর বর্ণের মানুষের সংস্পর্শে এসে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয় তার অন্দরমননে। ভালোবাসার মানুষ খুঁজতে খুঁজতে শুরু হয় তার মুসলিম আত্মপরিচয় উদ্ধারের এক অব্যক্ত সংগ্রাম। হিজাবের মোলায়েম অন্তরাল থেকে সে সংগ্রাম তাকে তুলে আনে অনন্য উচ্চতায়।

পাশ্চাত্য সমাজে হৈ চৈ ফেলে দেয়া ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার বই লাভ ইন আ হেডস্কার্ফ-এর লেখক শেলিনা জাহরা জান মোহাম্মদ। তিনি নিজেই তাঁর জীবনের সংগ্রাম-মধুর আত্মবয়ান বর্ণনা করেছেন বইয়ের কালো অক্ষরে। পাশ্চাত্যকে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের কালোত্তীর্ণ সংস্কৃতির সঙ্গে।

প্রথিতযশা অনুবাদক নাজমুস সাকিব বরাবরের মতো এ বইয়েও তার অনুবাদের মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, নাজমুস সাকিব মানেই অনবদ্য বইয়ের পাঠোন্মোচন।

এই আমাদের গল্প

লেখক : গল্প সংকলন

মাসিক নবধ্বনির লেখকদের গল্প সংকলন। নানা স্বাদের গল্পে সাজানো হয়েছে সংকলনটি।

ধরন	গল্প
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	১৬৮
মুদ্রিত মূল্য	৳ ২০০
ছাড়মূল্য	৳ ১২০

শাহজাদা

লেখক : তামীম রায়হান

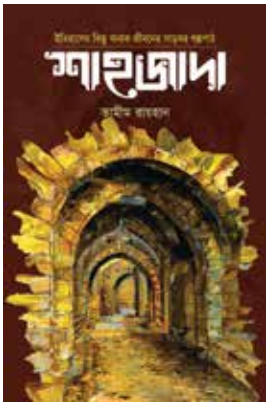

এক শাহজাদার অভিনব জীবন নিয়ে রচিত লেখক তামীম রায়হানের অনবদ্য গল্পগ্রন্থ। গল্পের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে ইতিহাসের অনুল্লেখ্য অনেক অজানা কাহিনিকাব্য।

ধরন	গল্প
বাঁধাই	হার্ডকভার
পৃষ্ঠাসংখ্যা	৯৬
মুদ্রিত মূল্য	৳ ১৫০
ছাড়মূল্য	৳ ৮০

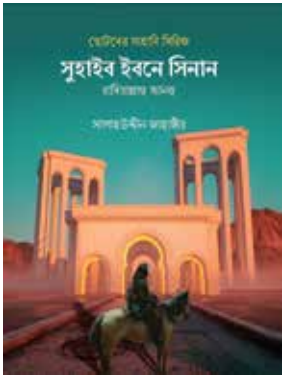

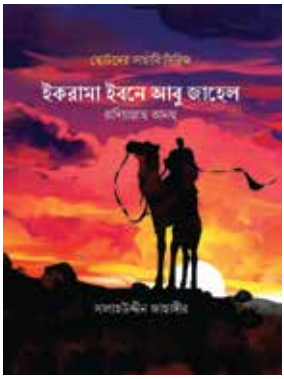

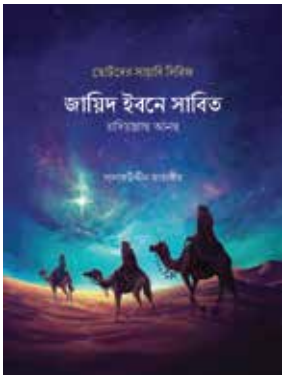

ছোটদের সাহাবি সিরিজ

লেখক : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

ধরন : গল্প
প্রকাশিতব্য

সাহাবিদের জীবনের গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে ছোটদের সাহাবি সিরিজ। শিশুতোষ ঢংয়ে লেখা এবং চাররঙা ঝকঝকে কাগজে ছাপা বইগুলো শিশু-কিশোরদের পরিচয় করিয়ে দেবে আমাদের শিকড়ের সঙ্গে। আধুনিকতা আর পাশ্চাত্যের মোহে যে শিকড়ের কথা আমরা ভুলতে বসেছি প্রায়।

আমার আব্বু

লেখক : লোকমান হাকিম

ধরন : আত্মগল্প
প্রকাশিতব্য

মা'কে নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক গল্প, অনেক গ্রন্থ। কিন্তু বাবাকে নিয়ে লেখা হয়েছে সামান্যই। বাবার জন্য ভালোবাসার ধূপ জ্বেলে নিজের জীবনকে সুরভিত করার গল্প বলেছেন লোকমান হাকিম।

লেখক নিজেই বলছেন তাঁর অনুভূতির কথা–

'আমার এক দু'টো লেখা পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। আমি তা কাউকে বলিনি। তবুও ছোট ভাইয়েরা এসব ঘাঁটাঘাঁটি করে বের করে আব্বুকে দেখিয়েছে। আব্বু লেখাগুলোয় চোখ বুলিয়েছেন। একটু নেড়েচড়ে দেখেছেন। দেখে যেমন খুশি হয়েছেন তেমনি মন খারাপও করেছেন। আমি কি লেখাপড়া ফেলে রেখে এখন তবে এসবই করছি? আর এসব বলতে কী করছি–তা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। আমাকে নিয়ে এক ধরনের ভয়, শঙ্কা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তাঁর মাঝে কাজ করছে।

'আর আমার লেখাপড়াও প্রায় শেষের দিকে। এ বছরের পর আর পড়া হবে কি না তা নিশ্চিত বলা যায় না। শিক্ষা জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যদি পেছনের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে যে মানুষটাকে এত দূর থেকেও কাছে দেখা যায়, যার অকল্পনীয় মেহনত-শ্রম, উৎসাহ উদ্দীপনা আর ভালোবাসা আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে থেকেছে–তিনি আমার আব্বু। মানুষটা আমার জন্য কত কী করেছেন, কতভাবে অবদান রেখে গেছেন তার চুলচেরা হিসাব আমি বের করতে পারব না। শ্রমে, ঘামে, স্নেহে, ভালোবাসায় আমাকে বড় করেছেন। লেখাপড়া শিখিয়েছেন। আর শিখতে শিখতেই আমি আজ এতদূর এসেছি। কিভাবে এসেছি, তা ভাবতেও অবাক লাগে। হিসাব মিলানোটা কঠিনও বটে।

'আমার জীবনের যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো ত্যাগে, বেঁচে থাকার আনন্দে, কষ্টের তীব্রতায় আমার বাবাই ছিলেন একমাত্র সঙ্গী। ছিলেন আমার বিপদের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য বন্ধু, আমার সহায়। দিনের পর দিন নানা জটিলতায় ভুগেও তিনি আমার জন্য যা করেছেন, করে চলেছেন; তার সামান্য ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। শোধ করার ক্ষমতাও আমার নেই। মানুষটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, রাত থেকে সকাল পর্যন্ত উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক সেদিক ছুটে চলেন শুধু একটাই স্বপ্ন নিয়ে–আমাদের বেঁচে থাকার স্বপ্ন। মানুষ হওয়ার স্বপ্ন। ভালো কিছু করার স্বপ্ন।'

ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম

লেখক : আলীজাহ মুহাম্মাদ সামানীন

ধরন : জীবনী
প্রকাশিতব্য

ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম। ছিলেন ইতিহাসের এক অকুতোভয় ফকিহ। তাঁর অতুল্য জ্ঞানসাধনা আর আপোসহীন বিচারিক জীবন ও কর্ম তুলে এনেছেন আলীজাহ মুহাম্মাদ সামানীন।

তিনি ইতিহাসের বিক্ষুব্ধ সময়গুলো পার করেছেন। সমরনীতির তখন জয়জয়কার অবস্থা। যুদ্ধের হুংকারে পৃথিবী থরথর করে কেঁপেছে সে সময়ে। মানচিত্রের প্রভাবশালী জমিদার হিসেবে মুসলিমরা তখন সবার লোভাতুর নজরে। একদিকে মঙ্গোল ঝড়, অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ। পাশাপাশি মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই ছিল চোখে পড়ার মতো। এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের সার্বিক কল্যাণ মুখ থুবড়ে পড়াটাই স্বাভাবিক।

এত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও ইসলাম পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার পুরোধা ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসবিদ, ইসলামি আইনবিশারদ, হাদিসশাস্ত্রের বরেণ্য নক্ষত্র, কোরআনের ব্যাখ্যাকার, ভূগোলবিদ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে পারদর্শী ব্যক্তিসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিমদের বিচরণ ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। সময়ের এত সব মনীষীর মধ্যে ইমাম ইজ্জুদ্দিন ছিলেন প্রথম সারির জ্ঞানসাধক। ছিলেন একাধিক বিষয়ের শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন কিংবদন্তি তিনি। তাঁর জীবনীকারগণ তাঁকে নিয়ে নিরন্তর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

শায়খের ইলমি জীবন এবং রচনাবলির ব্যাপারে যৎসামান্য আলোচনা এসেছে। তাও জীবনঘনিষ্ঠ আলোচনার ফাঁকে। তিনি যেসব শাস্ত্রের শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং যেসব বিষয়ের ওপর তাঁর রচনা বিদ্যমান, তার প্রতিটির ওপর মুসলিম বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণাপত্র বিদ্যমান রয়েছে।

হাফেজ আহমাদ ইবনে হাজার আসকালানি

লেখক : আব্দুল্লাহ আল মাসূম

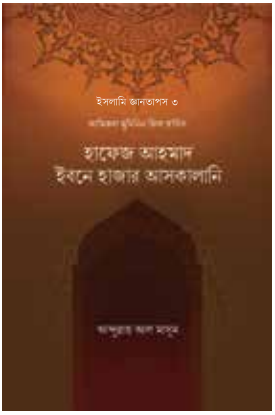

ধরন : জীবনী

প্রকাশিতব্য

হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানি নবম শতাব্দীর ইতিহাস ও হাদিসের অন্যতম বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত। তিনি হাদিসশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো তাঁকে জ্ঞান ও সাহিত্যশিল্পের শিখরে পৌঁছে দেয়, যা আজও হাদিস শিক্ষা ও গবেষণার মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

জ্ঞানার্জনে বাল্যকাল থেকেই ইবনে হাজারের ছিল অদম্য আগ্রহ। এর সঙ্গে নবীজির হাদিসের প্রতি তাঁর শৈশবে আলাদা ঝোঁক ছিল। তাই তিনি শিক্ষাজীবনে শুধু মিসরে বসে থাকেননি; উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে তৎকালীন হিজাজের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সময় বিজ্ঞ ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের সংস্পর্শে আসার পর তাঁর জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে।

যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ মনীষীদের সাহচর্যে এসে নিরলস সাধনার মাধ্যমে জ্ঞান ও হাদিসশাস্ত্রের উচ্চ শিখরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি।

সমসাময়িক যুগের মনীষীগণ তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কেউ তাঁকে 'দ্বিতীয় বায়হাকি' আবার কেউ 'যুগের ইমাম বুখারি' বলে আখ্যায়িত করেন। দামেস্কের মাদরাসা সালেহিয়ার শায়খ প্রখ্যাত ফকিহ ও বিচারপতি তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'ইবনে হাজার আসকালানি ইমাম বুখারির সমপর্যায়ের না হলেও তাঁর চেয়ে কম নন।'

আলোচ্য গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানির জীবন নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এর আগে তাঁর যুগে মিসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণসহ মামলুক রাজবংশের পরিচয়, উত্থান ও ক্ষমতা গ্রহণের বিবরণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে নির্মোহভাবে।

পাঠকমাত্রই আন্দোলিত হবেন এই বরেণ্য ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মের ফিরিস্তি পড়ে।

হাজার কাহিনি

মূল : হানি আলহাজ
অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মাসূম

ধরন : গল্প
প্রকাশিতব্য

আমাদের ইতিহাসজুড়ে ছড়িয়ে আছে শত সহস্র কাহিনি। সেসব কাহিনি আমাদের জাগৃতির ইতিহাস, আমাদের বিজয়, কখনো পরাজয়, আবার ভালোবাসার, আত্মশুদ্ধির, আমাদের ঈমানকে তেজোদীপ্ত করার হিরন্ময় পাথেয়। এসব কাহিনি দিয়েই সাজানো আমাদের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়। এ কারণেই আমাদের সহস্র বছরের ইতিহাস এত সমুজ্জ্বল।

গল্প-সাহিত্যের এক নীরব আবেদন রয়েছে। এটা কেবল লেখনীতে ধরা দেবে না, যতক্ষণ না এর সাথে হৃদয়ের বন্ধন গড়ে ওঠে। অন্যথায় এ লেখনী কেবল রেখা হয়েই থেকে যাবে। আমাদের চারপাশে কলম-কাগজের অনেক কোলাহল এবং উপচে পড়া উৎসাহ দেখা গেলেও উন্মুক্ত বক্ষের এখনও বড়ই অভাব, যেখানে একটি প্রস্ফুটিত হৃদয়ের সন্ধান লাভ করা যাবে।

কারণ শব্দের বৈচিত্র ও বাক্যের সৌন্দর্যে ভাবের উপাদান পাওয়া যায়। আর ভাবের জগতে বিচরণ করলেই সাহিত্যের সন্ধান লাভ হয়। ভাবের জগতে প্রবেশ করতে হলে হৃদয়ের উদারতা অর্জন করা আবশ্যক। সংকীর্ণ হৃদয়ে ভাবের আবির্ভাব হয় না। উদার হৃদয়ে ভাবের সংস্পর্শে এসে যে সাহিত্যের সন্ধান আমরা পাই, তা আমাদেরকে সত্যের পথে এগুতে সাহায্য করে। এটিই গল্প-সাহিত্যের নীরব আবেদন।

সাহিত্যের সুবিশাল ফ্রেমে গল্প ও গদ্যের ছন্দ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যা একটি জাতির মননশীলতা ও ভাব বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাহিত্যের সঠিক চর্চা থেকে একটি জাতির পরিচয় যখন প্রকাশ পেতে শুরু করে, তখন তাদের মননশীলতার উন্নয়ন ঘটার পর সুস্থ ভাবের বিকাশ ঘটে। এর সাথে তা শুধু বিনোদনের উপায় না হয়ে মনের বিশ্বাস এবং সুশিক্ষার আলো ছড়ালে উক্ত জাতির চরিত্র গঠনের সাফল্য কেউ ঠেকাতে পারে না।

আলোচ্য বইটিতে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলি থেকে নানা ধরনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো গল্পের আসরের বাতাবরণে ফুটে উঠেছে। তাই এটি প্রচলিত অর্থের কোনো গল্পের বই নয়; বরং গল্পের মোড়কে ইতিহাসের শিক্ষণীয় বিষয়ের চিত্রায়ন মাত্র।

ঈগল : এ ওয়ারিয়র ইজ বর্ন

মরুসম্রাট

মূল : জ্যাক হাইট

অনুবাদক : তানজিনা বিনতে নূর

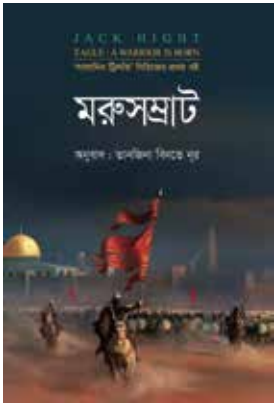

ধরন : উপন্যাস

প্রকাশিতব্য

ইসলামের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবীরদের শিরোমণি সুলতান সালাহউদ্দিন ইউসুফ ইবনে আইয়ুব, সুলতান সালাহউদ্দিন বা সালাহউদ্দিন আইয়ুবি নামেই যিনি অধিক পরিচিত। তাঁর প্রকৃত এবং শুদ্ধ জীবনকাহিনি অত্যন্ত দুর্লভ। আমেরিকান স্কলার জ্যাক হাইট তাঁকে নিয়ে ইংরেজি ভাষায় তিনটি খণ্ডে একটি বৃহদাকার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন, যার প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে *মরুসম্রাট*। বইটি পড়তে শুরু করার আগে কিছু বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

এটি একটি উপন্যাস। মূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো একই রকম থাকলেও পাঠককে একটি টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ও নাটকীয়তায় ভরপুর উপন্যাসের স্বাদ দেওয়ার জন্য এতে বেশ কিছু কাল্পনিক চরিত্রের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। যাঁরা একেবারে নিখুঁত ইতিহাসের উপস্থাপনা চান, তাঁদেরকে বইটি কিছুটা হতাশ করতে পারে, কিন্তু যদি উপন্যাসের আদলে সত্য ঘটনা জানার উদ্দেশ্যে পড়েন, তাহলে ঠকবেন না।

এ পর্যন্ত ক্রুসেড বা সালাহউদ্দিন সম্পর্কে যত বই লেখা হয়েছে, তার প্রায় সবই খ্রিষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কিন্তু এই গ্রন্থের লেখক নিজে খ্রিষ্টান হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাগুলো মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখার চেষ্টা করেছেন, যা আগে কেউ করেননি। তখনকার মুসলিম সমাজের রীতিনীতি, চিন্তাধারা সবকিছুই তিনি মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া ক্রুসেডের ঘটনাবলিকেও তিনি মুসলিম সমাজের চোখ দিয়ে দেখিয়েছেন। সে সময়কার ভৌগোলিক বর্ণনারও একটা সুস্পষ্ট চিত্র এই গ্রন্থে আছে, যা অন্য কোনো গ্রন্থে বিরল।

মুসলিম মাত্রেই জানতে আগ্রহী যোদ্ধা সালাহউদ্দিনের বাইরে ব্যক্তি সালাহউদ্দিন আসলে কেমন ছিলেন? তার একটা স্পষ্ট বর্ণনা এই বইতে পাওয়া যাবে, যা স্বীকৃতভাবেই সত্য। একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দৃঢ়চেতা, ধর্মভীরু, সৎ, বন্ধুবৎসল এবং পারিবারিক সালাহউদ্দিন ইউসুফকে খুঁজে পাওয়া যাবে এই বইতে। এবং সর্বোপরি একজন ন্যায়পরায়ণ তরুণের দেখা পাবেন উপন্যাসের প্রতিটি পরতে। ফলে বইটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।